জীবন বার্তা

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

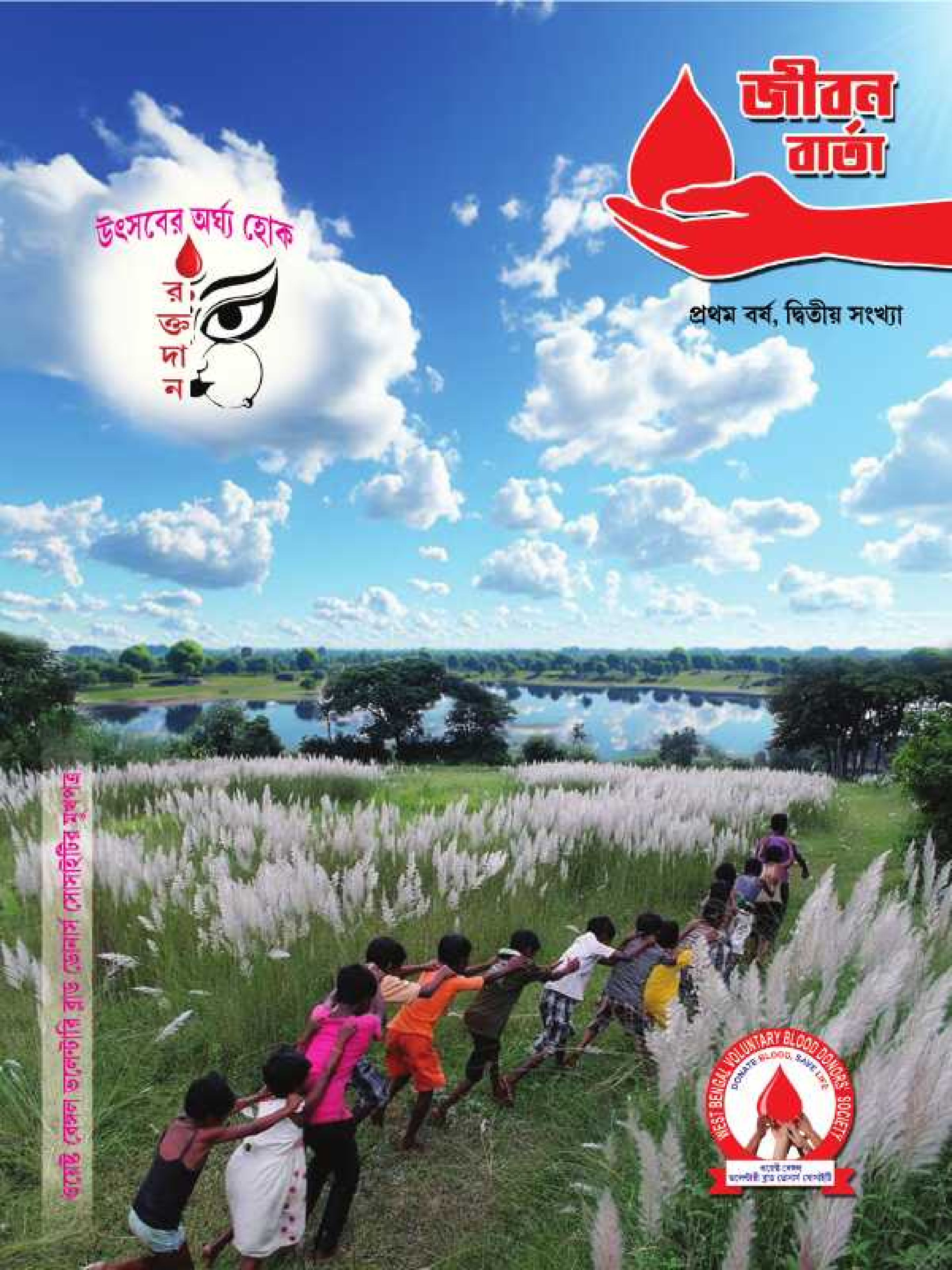

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি'র কাঠামো বিন্যাস

- পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মকান্ডে যুক্ত সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে মেল বন্ধনের কাজ করবে ও সহযোগী স্বেচ্ছাসেবী বন্ধুদের একত্রিত করার কাজ করবে। সংগঠন একটি শীর্ষ আমেল সংস্থা (Umbrella Organisation) রূপে কাজ করবে।।
- স্বেচ্ছারক্তদান সংক্রান্ত শিক্ষা, উদ্বুদ্ধকরণ, রক্তদান (Education, Motivation, Donation)- এই তিনটি বিষয় নিয়ে কর্মরত রয়েছে এমন সংগঠনগুলি নির্দিষ্ট ফর্ম (Application Form for Membership) পূরণ করে WBVBDS সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন জানাতে পারবে। বছরের যে কোনো সময়ে সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে। WBVBDS-এর বছর হবে এপ্রিল মাস থেকে পরবর্তী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত।
- বার্ষিক সদস্য চাঁদার হার-সদস্য সংগঠন ৫০০ টাকা, ব্যক্তিগত ২০০টাকা।
- সদস্য সংগঠনগুলিকে নিজ নিজ সদস্যপদ বজায় রাখার জন্য বছরে ১বার বাৎসরিক কাজের প্রতিবেদন ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ Membership Retention Form জমা দিতে হবে।
- WBVBDS পরিচালনার জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে রাজ্যস্তরে পরিচালন কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমিটি গঠন এই পরিচালন কমিটির নাম হবে Executive Committee, এই কমিটির কার্যকালের মেয়াদ হবে দুই বছর। বছরে ন্যূনতম ৪টি সভা হবে।
- নির্বাচিত Executive Committee এর প্রতিনিধিবৃন্দ প্রথম সভায় নির্বাচনের মাধ্যমে ১জন সভাপতি (President), ৬জন সহ সভাপতি (তার মধ্যে ১ জন মহিলা) (Vice President), ১ জন সাধারণ সম্পাদক (General Secretary), ২ জন সহ-সম্পাদক (Assistant Secretary), ১ জন কোষাধ্যক্ষ (Treasurer), ১৩ জন সম্পাদকমন্ডলী (Secretariat) সদস্য নির্বাচন করবেন এবং বাকি ২৯ জন সদস্য (Member) পদে অধিষ্ঠিত হবেন।
- সকল সদস্য সংগঠনের ১ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে হবে রাজ্য কাউন্সিল বা State Council। প্রতি দুই বছর অন্তর নির্বাচিত State Council গঠিত হবে ও দায়িত্ব পালন করবে। বছরে ন্যূনতম দুটি সভা হবে। Executive Committee'র সিদ্ধান্ত রূপায়িত করবে
- পরিচালনার সুবিধার্থে প্রয়োজনবোধে আন্দোলন সংশ্লিষ্ট কাজে আগ্রহী ও অভিজ্ঞ বিশেষ বিশেষ সমাজকর্মীর পরামর্শ নেওয়ার জন্য Executive Committee বা State Council - এর সভায় আমন্ত্রণ জানানো ও তাঁদের সক্রিয় সহযোগীতা নেওয়া যাবে।
- প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভা হবে। সাধারণ সম্পাদক এই সভায় বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবেন। সদস্যরা আলোচনা করে পরবর্তী কর্মসূচী স্থির করবেন।
- ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি তার আন্দোলনের কাজে সরকারি মান্যতা লাভের প্রয়োজনে সোসাইটি / ট্রাস্ট রেজিস্টিভুক্ত করার সুযোগ গঠনতন্ত্রে রাখা হয়েছে।

Join With Us Enroll Your Membership

WEST BENGAL VOLUNTARY BLOOD DONORS' SOCIETY

(A Voluntary Organization of Blood Donors, Motivation, Recruitment, Training & Education)
Registration under section 60 & rule 69. Book -IV, Volume No.: 2306-2024 being no.: 230600045
Jibandan Bhawan, SS-7, DDA Market, Bidhannagar, Durgapur-12, Paschim Bardhaman, West Bengal
Contact No.: 8609805407/9830979145/7001463857 :: E-mail: wbvbds@gmail.com

জীবন বার্তা JIBAN BARTA

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার সোসাইটির মুখপত্র

প্রথম বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা ।। জুলাই ২০২৫

যুগ্ম সম্পাদক

ডাঃ পল্লব কুমার দে ও ফজলুল হক

সম্পাদক মণ্ডলী

ডাঃ অরুনোদয় মণ্ডল, কবি ঘোষ,
স্বপন বন্ধু, জয়দেব দত্ত, মিন্তেশ পোড়েল,
পার্থপ্রতিম কুণ্ডু, শ্বাশত পাড়ুই

প্রকাশক ঃ সত্ত্বাধিকারী ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির পক্ষে
কবি ঘোষ, সম্পাদক

প্রচ্ছদ ভাবনা- অতনু কুণ্ডু
প্রুফ রিডার- রাজেশ পালিত ও অনন্ত চট্টোপাধ্যায়
অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ - 'সম্পর্ক', মুণ্ডলিকা, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী

অনুদান-৩০.০০ টাকা

মতামত, বিজ্ঞাপন, লেখা সম্বন্ধীয় যোগাযোগ করুন ঃ-

সম্পাকদীয় দপ্তর 'জীবন বার্তা'

WEST BENGAL VOLUNTARY BLOOD DONORS' SOCIETY
(A Voluntary Organization of Blood Donors', Motivation, Recruitment, Training & Education)
Jibandan Bhawan, SS-7 DDA Market, Bidhannagar, Durgapur-713212,
Paschim Bardhaman, West Bengal
Contact: 8609805407 / 9830979145 / 7001463857
E-mail: wbvbds@gmail.com

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ৩
- আমাদের আহ্বান ৪
- স্বেচ্ছা রক্তদানের উপকারিতা- ডাঃ স্বপন সোরেন ৫
- বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রক্ত সঞ্চালন পর্যদের নতুন রূপরেখা- ডাঃ অভিজিৎ মণ্ডল ৭
- জাতীয় রক্ত আইন তৈরী করার দাবী সনদের খসড়া রূপরেখা ১০
- নিরাপদ রক্ত সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশেষ গাইডলাইন-২০২৫ ১৪
- নাটক - সঞ্জীবনী সুধা- জয়দেব দত্ত ২১
- কবিতা-'সেরার সেরা রক্তদান'- পার্থপ্রতীম কুণ্ডু ২৩
- কবিতা-'মনুষ্যত্ব'- বাসন্তী বেরা ২৪
- ফিরে দেখা বোলপুর রাজ্য সম্মেলন ২৫
- সংগঠিত রক্তদান আন্দোলনের ফসল ২৬
- সংগঠন সংবাদ ২৭
- আপনি আচরি ধর্ম, অপরে শিখাও.... ৩৩
- তথ্য তালাশ ৩৪

সমস্ত সামাজিক আর্থিক সহায়তা একান্ত কাম্য-

Our Bank detais are as follows-

West Bengal Voluntary Blood Donors Society.

Bank of India, Bangur Avenue Branch, Kolkata -700055

Current Account No : **402520110000623**

IFSC Code : **BKID0004025**

Please inform us after every donation.

সম্পাদকীয়

এ যে বিনামেঘে বজ্রপাতের সামিল !!!!! প্রায় সমস্ত যোদ্ধা রেডি, সমস্ত রথী, মহারথীগনের শস্ত্রে শান দেওয়া কমপ্লিট, অপোনেন্ট সেনাপতি অলরেডি যুদ্ধের হুইসেল বাজিয়ে দিয়েছেন ঠিক সেই সময় ব্যাটা বলে কিনা যুদ্ধ করবো না ?

ওরে ব্যাটা তোর ওপর প্রায় তো প্রায় অর্ধেকটা নির্ভর রে, মেজদা ছাড়া তেমনভাবে আর তোদের আছেটা কে ? আর তোর শ্যালক তথা প্রিয় বন্ধুটি তো মোটিভেটর হয়েই থাকবেন, অস্ত্র হাতেই তুলবেন না !!! ঠিক এই সময়ই তোর আত্মীয় স্বজনের প্রতি দরদ উথলে পড়লো। ওরে ওরা তো তোর বিষয় সম্পত্তি কেড়েছে, তোদের বনবাসে পাঠিয়েছে, এমনকি তোদের অমন তেজস্বী বৌটাকে পর্যন্ত ভরা রাজসভায় অপমান করেছে। তাদের প্রতি এত অনুকম্পা কিসের ভাই, যে গান্ডীব ছাড়তে হবে ?

এর পরের ঘটনা তো সবারই জানা, বন্ধু তথা মোটিভেটর সেজোবাবুকে মোটিভেট করতে ''কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'' অথবা ''সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'' জাতীয় টিপস দেবেন এবং সামরিক শক্তিতে ৭-১১ অবস্থার অসম যুদ্ধে নামিয়ে দিয়ে জয় ছিনিয়ে আনবেন।

এমনই এক অসম যুদ্ধে আমরাও কালের চাহিদায় জড়িয়ে পড়েছি, থ্যালাসেমিয়া, ক্যান্সার সহ একাধিক মারণ ব্যাধি, একের পর এক ঘটে যাওয়া রোড এক্সিডেন্ট, গর্ভবতী মায়েদের চাহিদা আজ রক্ত ভান্ডারকে প্রায় শূন্য করে তুলেছে। আর ঠিক এই সময় শারীরিক সক্ষম অর্জুনসম মানুষ গান্ডীব বিসর্জনে ব্যস্ত। তাই চাই আরো আরো মোটিভেটর, যারা শ্রীকৃষ্ণের মতো শুধু ভালোবাসা ও উৎসাহ দিয়ে তৈরী করবেন নতুন নতুন রক্তদাতা। খুড়ি রক্তদাতা নন দধীচি। পুরাণে যেমন দধীচি তার হাড় ইন্দ্রদেবকে দিয়েছিলেন বৃত্রাসুর বধের জন্য, তেমনি রক্তদাতাদের রক্ত থেকে পাওয়া প্লাজমা জীবনদায়ী ওষুধ তৈরী করে, যা আমাদের সুস্থ শরীরের অসুর অর্থাৎ ভাইরাস মারতে সাহায্য করে।

মোটিভেটর ছাড়া এসব রক্তদাতাদের বোঝাবে কে ? তারা যেদিন অন্তর থেকে উপলব্ধি করবে

পথ আমারে সে দেখাবে যে আমারে চায়,
আমি অভয়মনে বাইবো তরী এই শুধু মোর দায়।

সেদিনই আমাদের সাফল্য। আমরা এই অসম যুদ্ধে জিতবোই, কারণ জিততে আমাদের হবেই নতুবা আগামীর কাছে কি জবাব দেব ???

আমাদের আহ্বান

রক্তদান আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত সকল মহতী প্রাণ, সংগঠন, সংগঠক দের জানাই আসন্ন শারদ উৎসবের আগাম শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। পাহাড় থেকে সাগর রাজ্যের রক্তদান আন্দোলনকে আরও সবল, সুদৃঢ় ও গতিশীল করার লক্ষ্যে অবিচল আমাদের প্রিয় সংগঠন । "বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে বাঁচাবো লক্ষ প্রাণ..." এই মহতী আহ্বানে জানুয়ারী'২৫ বীরভূম জেলার বোলপুর শহরে অনুষ্ঠিত হয় আমাদের সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন। সম্মেলনে সারা রাজ্য ব্যাপী সকল সদস্য ও সদস্য সংগঠন দের নিয়ে আমাদের আগামীর পথ চলার নির্দিষ্ট পথেই সংগঠন পরিচালনা করার চেষ্টা অব্যাহত আছে। জুলাই'২৫ মাসের শেষ দিকে আমরা সংগঠনের রাজ্য বর্ধিত অধিবেশনে রাজ্য কমিটির সকল সদস্য মিলিত হতে চলেছি নবাবের দেশ মুর্শিদাবাদে। সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলার সদস্য/ সদস্যা রা এই অধিবেশন সংগঠিত করেই থেমে থাকবেন না আগামী ২০২৬ সালের রাজ্য সম্মেলন আয়োজন করার গুরু দায়িত্ব ও নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, এই জন্য সংগঠনের সকল কে রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

একটা কথা বিগত ৬ মাস ধরে রাজ্যের ২৩ টি জেলা জুড়ে রক্তের ভান্ডার পরিপূর্ণ রাখতে আমাদের সংগঠন সদা সচেষ্ট ছিলো এবং এই সময় মধ্যে আমরা গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহ কে উপেক্ষা করে 'গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকট' মোকাবিলায় যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তার জন্য সংগঠনের সকল সদস্য / সদস্যা, সদস্য সংগঠন সর্ব্বোপরি রক্তদাতাদের বিনম্র চিত্রে অভিনন্দন, প্রণাম।

আগষ্ট মাস দেশপ্রেমের মাস, স্বাধীনতার মাস এই মাসে আমাদের সকলের মধ্যে একটা দেশপ্রেমের টান বেশি বেশি করে অনুভূত হয় সেই কথা আমরা সবাই জানি, আর রক্তদান হল মানব প্রেম তথা দেশপ্রেমের সর্ববৃহৎ নিদর্শন। তবে এই বছর সেপ্টেম্বর মাস থেকেই বাঙালি প্রিয় শারদ উৎসবের সূচনা হবে। উৎসবের সময় রক্তের একটা সংকট প্রায় প্রতি বছরই আমরা লক্ষ্য করি। তাই সকল সদস্য / সদস্যা, সদস্য সংগঠন, সংগঠক সর্ব্বোপরি আপামর রক্তদাতাদের কাছে আমাদের সংগঠনের বিনম্র আহ্বান উৎসবের সময় অন্ততঃ নিজেরা যারা শারীরিক ভাবে সক্ষম একবার স্বেচ্ছা রক্ত দান করুন ও সেই সাথে নিয়মিত দান শিবির সংগঠিত করার জন্য এখন থেকেই অতিরিক্ত দায়িত্ব নিন। আমাদের সংগঠনের মানবিক আবেদন -**"উৎসবের অর্ঘ্য হোক রক্তদান"**- সকলের প্রচেষ্টায় বাস্তবায়িত হোক।

সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন... ❑

Benefits of Voluntary Blood Donation

- DR SWAPAN SAREN
DIRECTOR OF HEALTH SERVICES, WEST BENGAL

What is safe blood?

Safe blood is that blood which does not contain any virus, Bactria, parasites, drugs, alcohol, chemical substances or other extraneous factors that might cause harm, danger or disease to the recipient and at the same time provides the desired clinical benefit. **Only a safe donor ensures safe blood**.

Present scenario

Red cell transfusion is one of most common emergency medical interventions across the globe. About 120 million units of RBC are collected worldwide every year and about 12 million units are collected in India. In a year total RBC units required in India are nearly 14 million units and 40% shortage in collection is observed mainly in summer season.

Some general eligibility criteria for blood donation

- Age: 18 – 65 years (for first time donor- 60 years)
- Body weight: ≥45 kg.
- Haemoglobin: ≥12.5 gm/dl
- Blood Pressure: Systolic: 100-140 mm of Hg
  Diastolic: 60-90 mm of Hg
- Temperature: 37.5°C
- Interval: male 3 months & female 4 months
- Minimum weight Vs collection: 350 ml – 45 kg
  450 ml – more than 55 kg
  Apheresis – 50 Kg

Replenishment

- Blood volume: within 24-48 hours
- Formed elements: within 8 weeks

Some information before donation

- Drink extra 400 ml of water.
- Eat a healthy meal that's low in fat.
- Take a good rest and sleep well in the previous night before the donation
- Wear a short-sleeved shirt.

Post-donation instructions

- Take plenty of fluids
- No heavy work
- No smoking or driving immediately after donation
- Contact blood centre personnel if necessary

Benefits of regular blood donation

Modern era is an era of stress, anxiety, depression, insecurity and mental agony where no one is satisfied. It is observed that a person engaged in voluntary donation may get several physical as well as mental benefits, particularly if he/she is a voluntary and repeat donor.

Regular voluntary donation benefits a person's psychological realm in several ways which are described as follows:-

i. Reduces stress
ii. Improves donor's emotional well-being
iii. Helps get rid of negative feeling
iv. Provides a sense of belonging and decreases the sense of isolation
v. Develops a sense of altruism that benefits another or others in the society

Similar to the benefits in psychological sphere, a number of benefits of voluntary donation have been observed in improving physical health and wellbeing of donor. These are mentioned below:-

Lower the risk of heart disease and heart attack

In several observational studies, it has been seen that voluntary repeat blood donors have lower risk of ischemic heart diseases. A log binominal study showed that female donors had greater benefit in decreasing ischemic heart diseases. The benefits of regular donation are possibly due to the following reasons:-

i. By reducing viscosity
ii. By lowering **mean total Cholesterol** and **LDL Cholesterol.**
iii. By lowering iron stores as increased iron store is believed to have increased risk of heart attacks. Oxidation of cholesterol is believed to be aggravated by **increased iron store and oxidized cholesterol gets clogged in vessel easily.**

Lower the risk of cancer

It has been seen that regular blood donation contributes in lowering the risk of some carcinomas like liver, colon, lung, esophagus and stomach carcinomas.

Other physical benefits

Apart from the benefits described above, a donor can get some other important physical benefits out of regular donation which are as follows:-

i. Prevents non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD).
ii. Accelerates wound healing.
iii. Prevent Haemochromatosis.
iv. Burns significant calories (650 calories per donation) and keeps donor fit.
v. Preserves youth (prevent premature aging).
vi. Lowers inflammatory markers
vii. Increases anti-oxidant capacity

There are also some indirect benefits of blood donors from blood donation

Free health check-up:

i. Pulse
ii. Blood Pressure
iii. Body temperature
iv. Haemoglobin levels

Screening of some important diseases

As a routine TTI screening procedure, donor's blood is tested for the following 05 important diseases:-

i. Hepatitis B
ii. Hepatitis C
iii. HIV I & II
iv. Syphilis
v. Malaria

Blood Components:

With the advent of component therapy in recent times, Whole Blood can be separated into several components for their appropriate and rational use. Some of the components are mentioned below:-

i. Packed red cells
ii. Platelets
iii. Fresh frozen plasma
iv. Cryoprecipitate
v. Granulocytes

Each of the above components has several benefits in different recipients in different situations in which they are actually indicated for transfusion.

Therefore, it may be concluded here that numerous are the benefits of voluntary blood donation that are not restricted to the recipient only, the benefits of a voluntary repeat donors are no less important than that of recipients.

Let us come forward to donate blood and save lives. Let us uphold the banner of voluntary blood donation movement. ❑

A new milestone in the blood transfusion services (BTS) of West Bengal

Dr. Abhijit Mandal, MD(IHBT)
Asst. Director (Medical), SBTC, West Bengal

INTRODUCTION: Blood transfusion is one of the most common emergency medical interventions that plays a very important role in saving so many lives of ailing patients in need of blood across the country. Transfusion Medicine in modern era has emerged its highest level in the preceding decade where there has been a paradigm shift in this particular field.

Whole blood transfusion is gradually becoming outdated now and use of components has taken its place rightly, coping up with the tremendous development of blood transfusion services in recent times. Although in the past we had no other options but to accept whole blood transfusion, it has become obvious now that transfusion of whole blood sometimes possesses as a threat to patients on account of its numerous potential adverse effects.

OBJECTIVE: The very objective of adopting this initiative is to rationalize the use of blood and components in order that the right patient can get the right component in right time for maximum benefit with least adverse effects. To make it happen, the SBTC, West Bengal has devised a new model for phasing out whole blood completely and utilization of blood components in its place making appropriate use of existing resources optimally what the State has at present.

MODUS OPERANDI: This is one of the outstanding innovative models which is not known to have been adopted in any other parts of the country as yet, in which a mini-spoke and hub model has been devised and subsequently successfully implemented in the entire State involving all 89 State-run blood centres.

At present the State of West Bengal has 40 Blood Component Separation Units (BCSU) (where whole blood is separated into different components) and 49 non-BCSUs (where only whole blood is available).

In this model all 49 non-BCSUs have been tagged with their nearest BCSU. All Non-BCSUs are collecting blood in double / triple blood bags (with or without SAGM) in the code of the BCSUs they are tagged with and sending the collected blood to the BCSU for component separation within 6 hours from the time of collection as per DCGI norms.

The TTI testing and blood grouping of the said blood units are being done at the BCSU end. Subsequently, the separated and tested component (PRBC) is received by the non-BCSU through bulk transfer, following existing norms as per its need, preferably on the same day from readily available inventory, stored in BCSU using the same vehicle. If readily obtainable inventory is not available at the BCSU end on the same day, non-BCSU receives components on the next day.

The components thus received by the non-BCSU may be issued now to any patient or can be transferred as bulk to a Blood Storage Unit (BSU) following existing norms.

The SOP, Activity Flow Chart and the list of non-BCSUs tagged with nearest BCSUs, all are furnished in the relevant govt. order.

CHANGES MADE IN RESOURCES: As the working load of BCSU is increased following implementation of this model, all BCSUs are being strengthened with additional equipment and in some BCSUs with considerable increase of load, additional HR (LT) is being deployed. The additional HR to BCSU (where it is actually needed) is given just by redistributing little manpower from non-BCSU to BCSU.

As regards the additional equipment deployment in BCSU, relocation of some equipment (like ELISA machine) from non-BCSU to BCSU is made as per actual need. Aside from this, the SBTC, West Bengal is procuring a number of equipment like cryo-centrifuge, tube sealer, double-pan balance, table-top centrifuge etc. for installation in BCSUs for which approval of Executive Committee is already accorded in the meeting.

ACHIEVEMENT: By implementing this model in the State, West Bengal has achieved a remarkable outcome with a component separation percentage of more than 95% which is the highest ever. □

বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে বাঁচাবো লক্ষ প্রাণ...

পাহাড় থেকে সাগর রাজ্যের রক্তদান আন্দোলনকে
আরও সবল, সুদৃঢ় ও গতিশীল করার লক্ষ্যে অবিচল

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি

আমার আপনার ভালোবাসার সংগঠন।

ইমেল : wbvbds@gmail.com

যোগাযোগ : জীবনদান ভবন,ডিডিএ মার্কেট, বিধাননগর, দুর্গাপুর -৭১৩২১২

ফোন : 8709805407/ 98309 79145 / 70014 63857

" জীবিতকালে রক্তদান
ও মৃত্যুর পর চক্ষুদান"
মানবসেবায় মহান দান।

Background of 'The Blood Donation and Blood Collection (Regulation and Safety) Bill, 2025'

India, with its vast population and growing healthcare needs, relies heavily on a consistent and safe supply of blood and blood components. Every year, the country requires over 12 million units of blood, but a significant gap remains between demand and actual voluntary donations. This shortfall often leads to unsafe practices, unregulated collection, and exploitation of vulnerable populations.

Currently, blood and blood products in India are governed under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, which treats blood as a "drug,". While this provides a legal structure for licensing blood banks, it falls short in addressing the broader dimensions of voluntary donation, ethical collection practices, donor protection, traceability, quality control, and technological integration.

Key challenges in the existing system include :

Over-dependence on replacement donors, and limited voluntary participation.

Fragmented regulation across states with inconsistent enforcement.

Inadequate infrastructure, especially in rural and remote regions.

Lack of public awareness and persistent myths about blood donation.

Insufficient digital systems to track donations, inventory, and usage.

Risk of transfusion-transmitted infections (TTIs) due to poor quality assurance in some centers.

The COVID-19 pandemic further highlighted systemic weaknesses, with acute shortages in blood supply due to lookdown and movement restrictions, emphasizing the need for a resilient and organized national framework.

India, as a member state of the World Health Organization (WHO), is also expected to align with international guidelines, particularly those encouraging the establishment of comprehensive legal and regulatory frameworks. WHO has consistently advocated for :

100% voluntary, non-remunerated blood donations,

Strong national coordination of blood services,

Legal prohibition of commercial blood donation,

Implementation of quality systems and surveillance mechanisms.

However, India still lacks a standalone, unified legislation specifically dedicated to regulating all aspects of blood donation, collection, testing, storage, distribution, and transfusion.

In this context, the proposed Blood Donation and Blood Collection (Regulation and Safety) Bill, 2025 seeks to bridge the regulatory and ethical gaps by introducing a modern, technology-driven, and rights-based approach. It aims to create a robust legal framework that ensures equitable access to safe blood, fosters public trust, and aligns India's policies with global standards and best practices.

By institutionalizing a centralized regulatory body, promoting voluntary donation, ensuring donor and recipient safety, and incorporating digital innovations, the Bill is envisioned as a critical reform for India's public health system and a vital step towards Universal Health Coverage.

Title of the Proposal:

The Blood Donation and Blood Collection (Regulation and Safety) Bill, 2025

1. Background and Rationale

India faces critical challenges in ensuring the safety, availability, and accessibility of blood and blood products. Despite significant efforts, there remain issues of:

Inconsistent regulatory standards across states.

Limited voluntary donations.

Unsafe blood transfusions in unregulated sectors.

Lack of public awareness.

Inadequate infrastructure for blood storage and transport.

The World Health Organization (WHO) recommends that 100% of blood donations should be voluntary and non-remunerated, and that countries should have comprehensive national legislation to regulate all aspects of blood collection, processing, storage, and distribution.

India currently operates under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and its associated rules, which govern blood as a drug. However, this framework is outdated, fragmented, and insufficient for meeting modern demands and international best practices.

This proposal seeks to introduce a dedicated, comprehensive law-aligned with WHO guidelines and international practices-to govern all aspects of blood donation and collection in India.

2. Objectives of the Proposed Law:

To ensure universal access to safe and adequate blood and blood products.

To institutionalize voluntary, non-remunerated blood donation as the only source of blood.

To provide a uniform regulatory framework for all stakeholders involved in blood collection and transfusion services.

To incorporate international best practices and WHO guidelines into national legislation.

To enhance public trust and awareness in the blood donation system.

3. Key Features of the Proposed Legislation :

A. Governance and Regulation:

Establishment of a National Blood Authority (NBA) to oversee and regulate all aspects of blood transfusion services in India.

Creation of State Blood Authorities (SBAs) for regional implementation.

Mandatory registration and licensing of all blood banks and collection centers.

B. Voluntary and Non-Remunerated Donations:

Legal prohibition on paid or replacement donations.

Incentives (non-monetary) and recognition programs for regular voluntary donors.

Establishment of National Voluntary Blood Donation Day with legal recognition.

C. Standards for Collection, Testing, and Storage

Mandatory compliance with WHO-recommended testing protocols for all donated blood.

Strict guidelines for blood storage, transportation, and handling.

National standards for quality assurance in transfusion services.

D. Traceability and Information Systems

Creation of a centralized digital blood inventory system (National Blood Information Grid).

Mandatory reporting of all blood collections and transfusions.

Use of barcoding or RFID tagging for full traceability from donor to recipient.

E. Public Awareness and Education

Government obligation to conduct mass awareness campalgns.

Integration of blood donation education into school and college curricula.

Collaboration with NGOs and community groups to promote blood donation.

F. Ethical and Legal Safeguards

Protection of donor privacy and informed consent.

Penal provisions for violation of safety standards or illegal trade in blood.

Special provisions for disaster management and emergency blood supply.

4. Alignment with WHO Guidelines and International Practices

This proposal is in line with the following WHO recemerndations:

- Resolution WHA63.12 (2010): Urges member states to develop national blood systems based on voluntary unpaid donations and to enact effective legislation.
- WHO Guidelines on Blood Donor Selection (2012): Emphasize risk-based donor selection criteria and exclusion of high-risk donors.
- Global Status Report on Blood Safety and Availability: Advocates for national policy, regulatory frameworks, and coordinated blood services.

International Models Studied:

- UK Blood Safety and Quality Regulations (2005)
- US FDA Blood Establishment Regulations
- South Africa's National Blood Service (SANBS) model
- Brzil's SUS Blood Network, which mandates state coordination and free blood provision

5. Implementation Strategy:

Phase I:

Policy and Institutional Setup

Establish National and State Blood Authorities.

Draft detailed operational guidelines.

Phase II:

Infrastructure Development

Upgrade existing blood banks.

Develop digital traceability systems.

Phase III:

Education and Awareness
Launch nationwide campaigns.
Introduce school and college programs.

Phase IV:

Enforcement and Monitoring
Begin full enforcement with routine inspections.
Annual public report on national blood supply and safety status.

6. Expected Outcomes :

Increase in voluntary blood donation rates to WHO-recommended levels.
Improved quality, safety, and availability of blood and blood products.
Enhanced public trust and transparency in the blood transfusion system.
A well-regulated, ethically sound and technologically modern national blood program.

7. Conclusion:

India urgently needs a dedicated law that addresses the evolving needs and challenges in the domain of blood donation and transfusion services. A modern legal framework, grounded in international best practices and WHO guidelines, will safeguard public health, uphold ethical standards, and ensure equitable access to life-saving blood resources.

The enactment of the Blood Donation and Blood Collection (Regulation and Safety) Bill, 2025 will be a landmark step toward a healthier, safer, and more equitable India. ❑

● 'নিরাপদ রক্তের জন্য চাই জাতীয় রক্ত সঞ্চালন আইন'- তৈরি করার জন্য খসড়া প্রতিবেদন। সকলের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণযোগ্য। আপনারা সংগঠনের যোগাযোগ এর মাধ্যম (ইমেইল) মতামত পাঠান ৩১/০৮/২০২৫ তারিখের মধ্যে।

Guidelines for Blood Donor Selection and Blood Donor Referral

NATIONAL BLOOD TRANSFUSION COUNCIL
DIRECTOR GENERAL OF HEALTH SERVICES, MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
GOVERNMENT OF INDIA, NEW DELHI
2025

Sl. No.	Condition	Criteria
1	Well-being	The donor shall be in good health, mentally alert, and physically fit. Differently-abled donors with communication and sight difficulties can donate blood provided that clearand confidential communication can be established andhe/she fully understands the donation process and gives valid consent.
2	Age	Minimum age: 18 years Maximum age: 65 years First-time donors shall not be over 60 years of age. For repeat donors, the upper age limit is 65 years. For apheresis, the donor shall be between 18-60 years of age.
3	Volume collected and weight of the donor	For 350ml whole blood: 45kg For 450ml whole blood: more than 55 kg For Single platelet apheresis: 50 Kg For Double platelet apheresis: 60 Kg For Double red cell donation by apheresis: 60 Kg
4	Donation Intervel	For whole blood donation, once in three months (90 days) for males and four months (120 days) for females. For Single apheresis donation, at least 48-hours interval after platelet /plasma-apheresis shall be kept (not more than 2 times in a week, 4 times in a month and limited to 24 times in one year). For Double plateletpheresis donation (6x10rr per unit), at least 7 days interyal shall be kept (not more than 2 times in a month and 12 times in one year). The donor should have a minimum platelet count of more than or equal to 250x103/pL. After whole blood donation, a plateletpheresis donor shall not be accepted before 28 days. Apheresis platelet donor shall not be accepted for whole blood donation before 7 days from the last plateletpheresis donation provided reinfusion of red cells was complete in the last plateletpheresis donation. If the reinfusion of red cells is not complete, the donor shall not be accepted before 90 days.
5	Blood Pressure	100- 140mm Hg systolic blood pressure, 60-90mm Hg diastolic blood pressure with or without medications. There shall be no findings suggestive of end-organ damage or secondary complications (cardiac, renal, eye, or vascular) or history of feeling giddiness or fainting made out during history and examination. Neither the drug nor its dosage should have been altered in the last 28 days.

6	Pulse	60-100, regular
7	Temperature	Afebrile; 37°C/98.4°F
8	Respiration	The donor shall be free from acute respiratory disease.
9	Haemoglobin	>or =12.5g/dL for whole blood donation. >or =149g/dL for double Red cell apheresis donation. For higher hemoglobin values, refer to the selection criteria for Polycythemia. Thalassemia trait may be accepted, provided hemoglobin is acceptable.
10	Meal	The donor shall not be fasting before the blood donation or observing fast during the period of blood donation and the last meal should have been taken at least 4 hours before donation.
11	Alcohol consumption	The donor shall not be a person having regular heavy alcohol intake and shall not show signs of intoxication before the blood donation.
12	Occupation	The donor who works as an aircrew member, long distance vehicle driver, either above sea level or below sea level or in emergency services or where strenuous work (including miners and divers) is required, shall not donate blood for 12 hours after duty and shall not resume work for at least 24 hours after blood donation. The donor shall not be a night shift worker without adequate sleep.
13	Risk behaviour	The donor shall be free from any disease transmissible by blood transfusion, as far as can be determined by histoly and examination. The donor shall not be a person considered at risk for HIV, Hepatitis B, or C infections (Transgender, Men who have sex with men, Female sex workers, Injecting drug users, Persons with multiple sexual partners, or any other high-risk risk as detennined by the Medical Officer deciding fitness to donate blood). The donor shall not be an inmate of a jail or any other confinement
14	Travel and residence	The donor shall not be a person with a history of residence or travel in a geographical area that is endemic for diseases that can be transmitted by blood transfusion and for which screening is not mandated or there are no guidelines in India. Residents of other countries: Accept, if all donor selection criteria are fulfilled. In case of a language barrieq donor screening and examination as well as the process of donation shall be done in the presence of a translator/ witness. The consent shall be taken in the language they understand.
15	Donor Skin	The donor shall be free from any skin diseases at the site of phlebotomy. The arms and forearms of the donor shall be free of skin punctures or scars indicative of professional blood donors or addiction to self injected narcotics.
Physiological Status for Women		
16	Pregnancy or recently delivered	Defer for 12 months after delivery.

17	Abortion	Defer for 6 months after abortion.
18	Breastfeeding	Defer for 12 months after delivery.
19	Menstruation	Defer for the period of menstruation.
Non-specific illness		
20	Minor non-specific symptoms including but not limited to fever, general malaise, paino headache. In case of fever with joint pain, rashes, petechiae (diagnosis not specified)	Defer until all symptoms subside, and the donor is afebrile. Defer for 28 days after symptoms subside.
Non-specific illness		
21	Cold, flu, cough, sore throat or acute sinusitis	Defer until all symptoms subside, and the donor is afebrile.
22	Chronic sinusitis	Accept unless on antibiotics.
23	Asthma	**Accept:** Individuals with asthma provided they are asymptomatic and/or on a maintenance dose of non steroid and/or inhaled steroid rnedication. **Temporary Defer:** Individuals with asthma during an acute exacerbation or on a course of oral or injected steroids to be deferred for 14 days after full recovery **Permanently defer:** Permanently defer individuals with severe obstructive or restrictive respiratory disease.
Surgical Procedures		
24	Major surgery	Defer for 12 months after recovery (Major surgery is defined as that requiring hospitalization, anaesthesia (general/spinal), bloodtransfusion, and/or significant blood loss).

25	Minor surgery	Defer following minor surgery for 3 months after recovery.
26	Received Blood Transfusion	Defer for 12 months.
27	Open heart surgery Including Bypass surgery.	Permanently defer
28	Cancer surgery.	Permanently defer
29	Dental Procedures.	Defer donor following: - Simple procedure (scaling, filling, etc) for 48 hours. - Endodontic procedure (Root Canal/ Extraction) for 14 days. - Bone/ Graft/ dental reconstruction for 12 months.
Cardio-Vascular Diseases (Heart Disease)		
30	Has any active symptom (Chest Pain, Shortness of breath, swellins of feet)	
31	Myocardial infarction (HeartAttack)	
32	Cardiac medication (Dicitalis. Nitro glycerine)	
33	Hypertensive heart disease	
34	Coronary artery disease Angina pectoris	
35	Rheumatic heart disease with residual damage	
Central Nervous System/Psychiatric Diseases		
36	Migraine Convulsions and	Accept if not severe and occurs at a frequency of less than once a week.
37	Epilepsy	Accept individuals with a history of convulsion/epilepsy who have been off medication and seizure-free for at least 3 years. Pennanently defer if there is an organic cause.
38	Schizophrenia	Permanently defer
39	Anxiety and mood disorder	Accept a person having anxiety and mood (affective) disorders like depression or bipolar disorder but is stable and feeling well on the day regardless of medication.

Endocrine Disorders		
41	Diabetes	Accept a person with Diabetes Mellitus well controlled by diet or oral hypoglycaemic medication, with no history of orthostatic hypotension and no evidence of infection, neuropathy, or vascular disease (in particular peripheral ulceration). Defer if oral hypoglycaemic medication has been altered /dosage adjusted in the last 4 weeks. Permanently defer a person requiring insulin and/or complications of Diabetes with multi-organ involvement.
42	Thyroid disorders	Accept donations from individuals with Benign Thyroid disorders if asymptomatic and euthyroid with medication and no dose adjustment in the last 8 weeks. Permanently defer if- - Thyrotoxicosis - History of Malignant thyroid tumours
43	Polycystic Ovarian Syndrome	Accept if the donor is well on the day of donation and treatment is acceptable as per the medication list.
44	Other endocrine disorders	Permanently defer
Liver Diseases and Hepatitis infection		
45	Hepatitis	Permanently defer if a known case of Hepatitis B, C. Unknown Hepatitis: Permanently defer Known case of Hepatitis A or E: Defer for 12 months
46	Spouse/ partner/ close contact of an individual suffering from hepatitis B and C	Permanently defer
47	At risk for hepatitis by tattoos, acupuncture or body piercing, scarification, and any other invasive cosmetic procedure by self or spouse/ partner	Defer for 12 months.

48	Spouse/ partner of the individual receiving transfusion of blood components.	Defar for 12 months
49	Jaundice	Accept blood donors after one year of having Jaundice due to any acute cause that has been adequately treated and resolved
50	Chronic Liver disease /Liver Failure	Permanently defar
HIV Infection/AIDS		
51	At risk for HIV infection(Transgender, Men who have Sex with Men, Female Sex Workers, Injecting drug users, Persons with multiple sex partners)	Permanently defar
52	Known HIV-positive person or spouse/ partner of PLHA (the person living with HIV AIDS)	Permanently defar
53	Persons having symptoms suggestive of AIDS	Permanently defar
Sexually Transmitted Infections		
54	Syphilis (Genital sore, or generalized skin rashes)	Permanently defar
55	Gonorrhoea	Permanently defar
Other Infectious diseases		
56	listory of Measles, Mumps,Chickenpox	Defer for 2 weeks following full recovery

57	Malaria	Defer for 3 months following full recovery.
58	Typhoid	Defer for 12 months following full recovery.
59	Dengue/Chikungunya / Zika virus	In case of diagnosed Dengue/Chikungunya/ Zika infection, defer donor for 6 months following full recovery. In case of a history of travel to the Zika virus outbreak zone, defer donor for 28 days..
60	Tuberculosis	Defer for 2 years following confermation of cuee
61	Leishmaniasis	Permanently Defer.
62	Leprosy	Permanently Defer.

Other infections

63	Conjunctivitis	Defer for the period of illness and continuation of local medication
64	Osteomyelitis	Defer for 2 years following completion of treatment and cure.
65	Acute kidney infection (pyelonephritis)	Defer for 6 months after complete recovery ard last dose of medication
66	Acute infection (cystitis)/ UTI	Defer for 2 weeks after complete recovery and the last dose of medication.
67	Chronic infection of kidney/ kidney disease/renal failure	Permanently Defer..

..... ক্রমশ
পরবর্তী সংখ্যায়।

মেগা রক্তদান শিবির ঃ

২১/৪/২৫ তে গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকট নিরসনের লক্ষ্যে বীরভূম জেলায় নানুর ব্লকের পাপুড়ি আল আমিন মিশন প্রাঙ্গণে শহীদ সাজু মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র উদ্যোগে এবং আমাদের সংগঠনের সহযোগিতায় আয়োজিত মেগা রক্তদান শিবিরে ১৪৮৬ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়েছে। রাজ্যের ১০টি ব্লাড সেন্টার রক্ত সংগ্রহ করেছে। শ্রদ্ধেয় কাজল শেখ সহ তার টিমকে আন্তরিক অভিনন্দন।

নাটক

সঞ্জীবনী সুধা

-জয়দেব দত্ত, কাটোয়া,পূর্ব বর্ধমান।

মেনকা।। দিদি শুনছেন, বলি ও....দিদি শুনছেন। আমাদের এক বোতল রক্ত জোগাড় করে দিন-না। এক বোতল রক্ত, আমার নাতির অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তার বাবু বলেছেন রক্ত না পেলে....... (কান্না)।

দেবশ্রী।। আরে আরে কি করছেন কি! থামুন-থামুন।

মেনকা।। শুধুমাত্র এক বোতল রক্ত লাগবে দিদি, ও....দিদি,ব্যবস্থা করে দিন-না, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এক বোতল রক্ত জোগাড় করতে পারলাম কই! জানিনা এরপর কি হবে!

দেবশ্রী।। আরে দিদি রক্ত কি আর অতো সহজ জিনিস, যে আপনি চাইলেই পেয়ে যাবেন।

মেনকা।। কি ভাবে রক্ত পাবো বলে দিন-না দিদিমনি। আমি সাধারণ খেটে খাওয়া মেয়ে মানুষ, আমার নাতিটার কিছু হয়ে গেলে, কি করে মুখ দেখাবো।

দেবশ্রী।। রক্ত কি আর হাতের মোয়া, আপনি বললেই রক্ত দেবে। বহু মেহনত করে রক্ত জোগাড় করতে হয় সেটা জানেন।

মেনকা।। দিদিমনি আপনার পায়ে পড়ি। একটু দেখুন না। যদি রক্ত পাই।

দেবশ্রী।। দাঁড়ান-দাঁড়ান, ও.....ই, ওই দেখুন মৃণাল বাবু আসছেন ওনাকে একবার বলুন।

মেনকা।। ও.....বাবু বলছি এক বোতল রক্ত দিতে পারেন। আমার নাতির জন্য।

মৃণাল।। আপনার নাতির জন্য রক্ত লাগবে, কেন? কি হয়েছে? কই--কই কাগজটা দেখি।

মেনকা।। এই দেখুন বাবু, ডাক্তারবাবু বললেন এই রক্তটা লাগবে।

মৃণাল।। ঠিক আছে আপনি এখানে বসুন, দেখছি কি করা যায়। (ফোন করে)- হ্যালো-হ্যালো, হ্যাঁ প্রদীপ্ত দা আপনি তাড়াতাড়ি ব্লাড সেন্টারে চলে আসুন রক্ত দিতে হবে।

মেনকা।। বাবু আমি রক্ত পাবো। আমার নাতিকে আপনারা বাঁচান।

মৃণাল।। রক্ত পাবেন, রক্ত একজন দিতে আসছেন।

মেনকা।। কতো টাকা লাগবে বলুন, যা লাগবে আমি সব দেবো। ধারদেনা করে টাকার বিনিময়ে রক্ত কিনবো। রক্ত না পেলে নাতিকে বাঁচাতে পারবো না।

মৃণাল।। টাকা দিলেই রক্ত পাবেন না। রক্ত ভালোবাসার উপহার। বুঝতে পারছেন। টাকার বিনিময়ে রক্ত পাওয়া যাবে না। (রক্ত দিতে প্রদীপ্তদা আসেন) দাদা আসুন-আসুন, এই ভদ্র মহিলার নাতির জন্য রক্ত লাগবে।

দেবশ্রী।। দেখলেন তো। আপনি নিজেই সব দেখলেন তো। বিনা পয়সায় কি ভাবে রক্ত পাওয়া গেল। আমরা মানুষের প্রাণ বাঁচাতে স্বেচ্ছায় রক্তদান করি। রক্ত নিতে টাকার দরকার নাই।

মেনকা।। হ্যাঁ আমি সবই দেখলাম। তোমাদের সকলকেই প্রণাম। তোমরা রক্ত জোগাড় করে দিলে বলেই আমার নাতির প্রাণ বাঁচবে।

মৃণাল/দেবশ্রী।। (উভয়েই) ঠিক আছে, ঠিক আছে আর প্রণাম করতে হবে না, যাও।

মৃণাল।। আমরা "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই"। মানুষের প্রাণ রক্ষা করতে রক্ত সংগ্রহ করি।

দেবশ্রী।। "যে রাধে সে চুলও বাঁধে।" আর আমরা, মহিলারা ঘরের সব কাজ সামলে তারপর রক্তদান করি।

মেনকা।। তোমাদের একটা কথা চুপিচুপি জানাই, আমার ছেলের বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষার কথা বলেছিল ঐ পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা।

মৃণাল।। তা হলে বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করেন নাই?

মেনকা।। না বাবা, মনে একটা ভয় ছিল। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীরা বললে এসবের দরকার নাই। রক্ত পরীক্ষা করে কি হবে। কথায় আছে- "ছেলে-মেয়ে রাজি তো কেয়া করেগা কাজী।" সবার কথা উপেক্ষা করে বিয়ে দিলাম।

দেবশ্রী।। এটাই তো ভুল। মারাত্মক ভুল করেছেন।

মৃণাল।। এই একটা ভুলের জন্য সারাজীবন হয়রানি, এবার বুঝতে পারছেন।

মেনকা।। বছর দুই পর বৌমার কোল আলো করে ঘরে নতুন অতিথি এলো। কিন্তু কিছুদিন পর ডাক্তার বললেন বাচ্চাটাকে বাঁচাতে রক্ত দিতে হবে।

মৃণাল।। সেটাই তো আপনাকে বলছি।

মেনকা।। আচ্ছা তোমরা একটা কথা বলোতো বিয়ের আগে রক্তের পরীক্ষা করলে কি ভালো হত!

দেবশ্রী।। নিশ্চয়, বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করলে আপনার নাতির জন্য রক্ত জোগাড় করার প্রয়োজন ছিল না।

মৃণাল।। শুনুন--শুনুন, আপনাকে বলি, আপনার নাতির যে রোগ হয়েছে তার নাম 'থ্যালাসেমিয়া'। এই রোগে আক্রান্ত হলে যতদিন বাঁচবে সারাজীবনই রক্ত দিতে হবে।

মেনকা।। সারাজীবন রক্ত দিতে হবে? কি ভাবে রক্ত জোগাড় করবো একটু বলে দিন।

মৃণাল।। আপনার পরিবারে কে কে আছেন।

মেনকা।। আজ্ঞে, আমার স্বামী, দুই মেয়ে, তিন ছেলে আর এই একমাত্র নাতনি।

দেবশ্রী।। আপনাদের এলাকায় রক্তদান শিবির হয়।

মেনকা।। কি বললেন আমি বুঝলাম না।

মৃণাল।। বলছি আপনাদের পাড়াতে কখনও রক্তদান শিবির হয়েছিল, আপনারা দেখেছেন কোনও দিন।

মেনকা।। হ্যাঁ বাবা এবার মনে পড়েছে। গতবছর ওই রবিঠাকুরের জন্মদিনে পাড়ার ছেলেরা দলবল নিয়ে আমার বাড়ি এসে বলছিল রক্ত দিতে।

দেবশ্রী।। আপনার ছেলেরা রক্ত দিয়েছে কোনও দিন?

মেনকা।। না না। আমার দোষ, আমিই ছেলেদের রক্ত দিতে নিষেধ করেছিলাম। ভেবেছিলাম রক্ত দিলে শরীরে ক্ষতি হবে।

মৃণাল।। একটা কথা মনে রাখবেন। রক্ত কল-কারখানায় তৈরি করা যায় না। একমাত্র মানুষের দেওয়া রক্তে অন্যের প্রাণ বাঁচে।

মেনকা।। হ্যাঁ এখন বুঝলাম। আমার নাতির জন্য ওই ভাই রক্ত দিলেন বলে নাতিটা প্রাণে বাঁচল।

দেবশ্রী।। একটা কথা মনে রাখবেন। আপনার প্রয়োজনে আমরা রক্ত জোগাড় করে দিলাম। এবার অন্যের প্রাণ বাঁচানোর জন্য আপনার ছেলে-মেয়ে, পাড়া--প্রতিবেশীদেরও রক্ত দিতে বলবেন।

মৃণাল।। এবার থেকে কোথাও রক্তদান শিবির হলে আপনার ছেলে-মেয়ে, পাড়ার যুবক-যুবতীদের রক্ত দিতে উৎসাহিত করবেন। আর দলবেঁধে রক্তদান শিবিরে যাবেন।

মেনকা।। ঠিক বলেছেন। এবার রক্তদান শিবির হলে আমার ছেলে-মেয়ে রক্তদান করবে। আর আমরা দলবেঁধে রক্তদান শিবিরের কাজ করবো।

মৃণাল।। শুধুমাত্র রক্তদান করলেই হবেনা। ছেলে এবং মেয়েদের বিয়ের আগেই রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।

মেনকা।। কেন বাবু! বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা কেন করবো?

মৃণাল।। ওই যে বললাম, আপনার নাতির 'থ্যালাসেমিয়া' হয়েছে। এই রোগে আক্রান্ত কি ভাবে হয় আপনাকে বলি মন দিয়ে শুনুন। থ্যালাসেমিয়া রোগ ছোঁয়াচে নয়, ভগবান বা আল্লার অভিশাপও নয়।

মেনকা।। তা হলে..... এ রোগ কেন হয় বাপু।

দেবশ্রী।। থ্যালাসেমিয়া বংশগত রোগ। কেন থ্যালাসেমিয়া রোগীর জন্ম হয়। উনি বলছেন মন দিয়ে শুনুন।

মৃণাল।। মনে রাখবেন রক্ত শরীরের সঞ্জীবনী সুধা। রক্ত পরীক্ষা করলে জানতে পারা যায়, তার শরীরের মধ্যে কোনও রোগ হয়েছে কিনা। আর বিয়ের আগেই থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক কিনা সেটা রক্ত পরীক্ষা করে জানতে হবে।

মেনকা।। যদি কেউ থ্যালাসেমিয়ার বাহক হন তাহলে আমরা কি করবো, যদি বলেন তাহলে খুব ভাল হবে।

মৃণাল।। পাত্র ছেলে, অথবা পাত্রী মেয়ে, অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী দুজনেই যদি থ্যালাসেমিয়ার বাহক হন তা হলে তাদের সঙ্গে বিয়ে দেবেন-না। মনে রাখবেন পাত্র বা ছেলে, যদি থ্যালাসেমিয়ার বাহক হন আর পাত্রী বা মেয়ে, থ্যালাসেমিয়ার বাহক নয়, সে ক্ষেত্রে আনন্দ ও উৎসব করে বিয়ে দেবেন। আবার পাত্রী মেয়ে থ্যালাসেমিয়ার বাহক হলে, পাত্র ছেলে, থ্যালাসেমিয়ার বাহক নয় সে ক্ষেত্রেও আনন্দ ও উৎসব করে বিয়ে দেবেন।

মেনকা।। খুব সহজ কাজ, একটু সচেতন হলেই থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধ করা যাবে তাইতো।

মৃণাল।। একেবারে ঠিক বলেছেন। আমরা বিয়ের আগেই রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই জেনে নিতে পারি থ্যালাসেমিয়ার বাহক আছি কিনা।

মেনকা।। একজন থ্যালাসেমিয়ার বাহক আর একজন থ্যালাসেমিয়ার বাহকের সাথে বিয়ে দেবো না, তাই-তো।

মৃণাল।। ঠিক, এবারে বুঝতে পেরেছেন। মোদ্দা কথা হলো দুজন অর্থাৎ ছেলে - মেয়ে, বা পাত্র-পাত্রী দুজনেই যদি থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক হন তাহলে একত্রে বিয়ে দেবো না। একজন থ্যালাসেমিয়ার বাহক আর একজন সাধারণ সুস্থ তাদের বিয়ে দেওয়া যাবে। ঠিক আছে।

দেবশ্রী ।। একজন থ্যালাসেমিয়ার বাহক সাধারণ সুস্থ মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিন। তাহলেই পৃথিবী থেকে থ্যালাসেমিয়া রোগ নির্মূল হবে।

মেনকা ।। এবার থেকে আমরা সবাই বিয়ের আগেই নিজের সন্তানের রক্ত পরীক্ষা করবো। পৃথিবী থেকে থ্যালাসেমিয়া দূর করবো।

মৃণাল ।। আজ অবধি এই রোগের কোনও স্থায়ী প্রতিকার নাই। থ্যালাসেমিয়া বংশগত রোগ, তাই রোগাক্রান্ত হলে এই রোগ থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। কিন্তু এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব আমাদের। কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারি--

১। বিবাহের আগে রক্ত পরীক্ষা করে জেনে নিন, আপনি থ্যালাসেমিয়ার বাহক কিনা।

২। থ্যালাসেমিয়ার বাহক যেন আরেকজন বাহককে বিয়ে না করে। তাহলেই কেল্লাফতে বাজিমাত।

মেনকা ।। দারুণ কথা বললেন, থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়তে আমাদের সচেতন হতে হবে। আমার নাতির মতো রক্ত জোগাতে কোনও দিন হয়রানি হবার দরকার নাই।

দেবশ্রী ।। এভাবেই থ্যালাসেমিয়া মুক্ত দেশ গড়ে তুলবো আমরা।

কবিতা

সেরার সেরা রক্তদান

পার্থ প্রতিম কুণ্ডু, পশ্চিম বর্ধমান

প্রতিদিনই করছো লড়াই-জীবন যুদ্ধে বাঁচতে
কিন্তু তুমি বাঁচছো কেন-পেরেছো কি জানতে?
সব পশুরা দিব্যি বাঁচে-কিন্তু কেন ওরা বাঁচে
হিসেবের ধার ধারেনা-থাকতে হয় তাই আছে।
এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব-তুমি হলে পরে-
ভেবে দেখো কেন শ্রেষ্ঠ- বিশ্ব চরাচরে
থাকলে যে মান থাকলে যে হুশ-তবেই মানুষ হবে
সেবার ভাবে নিজেকে গড়ো-সত্যি শান্তি পাবে।
রক্তদানের যোগ্য পূণ্য-হয়না যেনো কিছুই আর
মানবতার শ্রেষ্ঠ সে দান-সেরার সেরা উপহার।
শরীরের এই অমৃত রস-দাও বিলিয়ে দাও
আর্তজনের প্রাণ ফিরিয়ে-তুমিও তৃপ্তি পাও।
পুরোনো রক্ত দানের পরে-তোমার শরীর জুড়ে
নুতন রক্ত বইবে আবার-আহা,মিষ্টি তাজা সুরে।
রোগমুক্ত থাকবে তুমি-হৃদয় হবে চনমনে
সহজে সুস্থতা লাভ,করতে পারে ক'জনে।
আজ বিশ্ব রক্তদাতা দিবস-বার্তা দিয়ে যাচ্ছে তাই
বিন্দু বিন্দুতে সিন্ধু হবে-রক্তদাতা প্রতি ঘরে চাই।

মনুষ্যত্ব

- বাসন্তী বেরা, হাওড়া

এক বুক হতাশায় লোকটির ইতস্তত ঘোরা
শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছুটে ফেরা,
অফিসের গন্তব্যে তারই এক মাহেন্দ্রক্ষণে
জানালার ধারের সিটে বসে ভাবুক মনে
কোমল রৌদ্র গায়ে মেখে প্রকৃতিকে উপভোগের ক্ষণে
ফোনের ঘণ্টা শুনে কাটল ঘোর
কানে এল অসহায় কণ্ঠস্বর,
"খুঁজছি তো, না পেলে কি করবো আমি?
সব মেলে কিন্তু রক্ত সবচেয়ে দামী
মেলে না বাজারে টাকার দামে
শরীরের দানে মেলে রক্ত জীবনের নামে।"
খোঁচা খেল আমার কল্পনাপ্রবণ মন ,
স্বপ্ন হল বিবেক-
কিছু সমস্যা হয়েছে কি? অস্ফুটে বলে উঠল ঠোঁট।
আকুল কণ্ঠে উত্তর এল ভেসে-
"আমার মেয়েটা মরতে বসেছে বাবু
রক্তক্ষরণ হচ্ছে অবিরত,
দুর্ঘটনার আঘাতে মাথায় গভীর ক্ষত
হাসপাতালে মরতে বসেছে কিশোরী মেয়ে।
রক্তের খোঁজ করছি সারাটা দিন,
তবুও মেলে না এক ফোঁটা হায় বাবু!
কপাল চাপড়ে ভগবানকে ডাকি ,
মেয়েটা যেন বেঁচে ঘরে ফেরে আজ।"
কথাগুলো শুনে কঁকিয়ে উঠল বুক,
সাহস নিয়ে প্রশ্নটা করে ফেলি
কোন রক্তের গ্রুপ চাই একবার শুনি,
মিলে গেল গ্রুপ আমার রক্তের সনে,
ছুটে চললাম ভুলে সব অভিমান
কয়েক ফোঁটা রক্ত দিয়ে যদি
বাঁচাতে পারি একটা তাজা প্রাণ।

সার্থক হল আমার পরিশ্রম।
মেয়ের মুখে ফুটলো মধুর হাসি,
'আব্বা' বলে ডেকে উঠলো মেয়ে,
দেখে মনটা ভীষণ খুশিতে উঠলো গেয়ে
কারা যেন করে মোরে দুর্বল-
চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে
নই কোনো ধার্মিক, নয় কোনো নেতা,
একটাই পরিচয় মোর
মানবতার ধর্ম মনুষ্যত্বের জোর
নই আমি কোনো ত্রাতা
মনুষ্যত্বের জোরে আমি রক্তদাতা।

ফিরে দেখা বোলপুর রাজ্য সম্মেলন'২০২৫......

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি'র আহবানে '' বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে বাঁচাবো লক্ষ প্রাণ"....... শীর্ষক রাজ্য সম্মেলন সফল হলো।

স্বেচ্ছা রক্তদান আন্দোলনকে আরও সবল ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ১৭,১৮ এবং ১৯ জানুয়ারী ২০২৫ তারিখে গীতাঞ্জলি অডিটোরিয়াম, বোলপুর, বীরভূম তে রক্তদান আন্দোলনের সাথে যুক্ত সমাজসেবীদের নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি'র রাজ্য সম্মেলন সম্পন্ন হলো। আমাদের প্রিয় সদস্য সংগঠন বীরভূম ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স এসোসিয়েশন, প্রত্যাশা তোমার আমার সবার এবং শহিদ সাজু মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সহ আরও অনেক হিতৈষী সংস্থা এই মহৎ সম্মেলনটি যথাযথভাবে আয়োজন করেছে। প্রাণবন্ত এই মহাসম্মেলনে রাজ্যের ২৩টি জেলার ৩৭২ জন প্রতিনিধি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধিকারিক, ডাক্তার, শিক্ষক, গবেষক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যোগ দিয়েছেন।

সম্মেলনের সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন রাজ্য সম্পাদক কবি ঘোষ। উত্থাপিত প্রতিবেদন বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেন যুগ্ম সম্পাদক ডাক্তার পল্লব কুমার দে ও রাজেশ পালিত। আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ স্বপন বন্ধু। ১০ টি অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা হয়েছে ৪৮ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশন গুলিতে অংশ নিয়েছেন।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা হয়েছে এবং দাবী গ্রহণ হয়েছে যে -

★ ভারতের যথাযথ রক্ত ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ব্লাড এক্ট (রক্ত আইন) প্রণয়ণ করতে হবে।
★ স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের টিফিন ভাতা ১০০টাকা করতে হবে।
★ ব্লাড ট্রান্সফিউশন সিস্টেমকে শক্তিশালী করতে হেমোভিজিল্যান্স, ডোনার ভিজিল্যান্স এবং স্বেচ্ছা রক্তদান এবং রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্ষদের ভূমিকা আরো সদার্থক করতে হবে।
★ প্রতিটি রক্তদাতাকে সম্মান জানিয়ে পুনরায় মেটাল ব্যাজ প্রদান করতে হবে।
★ থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার টেস্ট সুদৃঢ় করতে হবে

২০২৪ সালে রাজ্যের ২৩টি জেলায় আমাদের সহযোগী সংগঠন সমূহের একত্রিত ২১৪৩ টি রক্তদান শিবির থেকে সংগ্রহ হয়েছে ১,০১,২৮৯ ইউনিট। ২০২৫ সালে আমাদের লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে ২২৫০ টি শিবির থেকে ১,৫০,০০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ।

১৮/১ /২০২৫, বোলপুর শহরে 'রক্তের জন্য হাঁটুন'- শীর্ষক বিশাল বর্ণাঢ্য পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭০০এর অধিক মানুষের অংশগ্রহন ছিল।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ডাঃ অরুণোদয় মন্ডল, পদ্মশ্রী - সভাপতি,ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল সেখ (কাজল সেখ), ডাঃ স্বপন সরেন-ডাইরেক্টর হেলথ সার্ভিস পশ্চিমবঙ্গ, ডাঃ অশ্বিনী কুমার মাঝি, ডাইরেক্টর (রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ), ডাঃ বিজয় প্রসাদ মুখার্জি, ডেপুটি ডাইরেক্টর (রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ), ডাঃ কাজল কৃষ্ণ বনিক - জোনাল ম্যালেরিয়া অফিসার এবং WBVBDS এর উপদেষ্টা, ডাঃ হিমাদ্রি আড়ি - সিএমওএইচ বীরভূম, ডাঃ শোভন দে - সিএমওএইচ রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলা,ডাঃ সুজিত সরকার - সভাপতি অনুপ্রেরণ রক্তদান ভারত, ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী - Dy.CMOH, পুর্ব বর্ধমান,ডাঃ মলয় কান্তি দাস- MOIC, রামপুরহাট সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শ্রীস্মরজিৎ রায়, সহ অধিকর্তা (ভিবিডি), ব্লাড ট্রান্সফিউশন সার্ভিস বিভাগ।

রক্তদান আন্দোলনের সাথে যুক্ত পার্শ্ববর্তী রাজ্যের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। উত্তরাখন্ড থেকে এসেছেন অনিল ভার্মা, আসাম থেকে এসেছেন ডাঃ মনোজ পাল ও সব্যসাচী রুদ্র গুপ্ত, জামশেদপুর থেকে এসেছেন সুবীর কুন্ডু ও রিনা কুন্ডু, ত্রিপুরা থেকে এসেছেন প্রণব বণিক।

সম্মেলন থেকে সংগঠনের মুখপত্র 'জীবনবার্তা' পত্রিকা প্রকাশিত করেছেন ডাঃ স্বপন সরেণ। সম্মলনে স্মরনিকা প্রকাশ করেছেন বীরভূম জেলা সভাধিপতি ফায়েজুল সেখ।

১৫ জন শততম রক্তদাতা প্রতিনিধিদের সম্মান জ্ঞাপন করা হয়েছে। সম্মেলনে উপস্থিত সকল প্রতিনিধিকে সম্মান জ্ঞাপন করে শুভেচ্ছা স্মারক ও জীবন বার্তা প্রদান করা হয়েছে

বীরভূম জেলার নেতৃত্বদের নিয়ে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে ডাঃ অসীম অধিকারী, নুরুল হক ও আব্দুল খালেক মল্লিক সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সম্মেলনে ১০০ জনের অধিক স্বেচ্ছাসেবক দিবারাত্রি পরিশ্রম করেছেন। সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সংগঠিত রক্তদান আন্দোলনের ফসল......

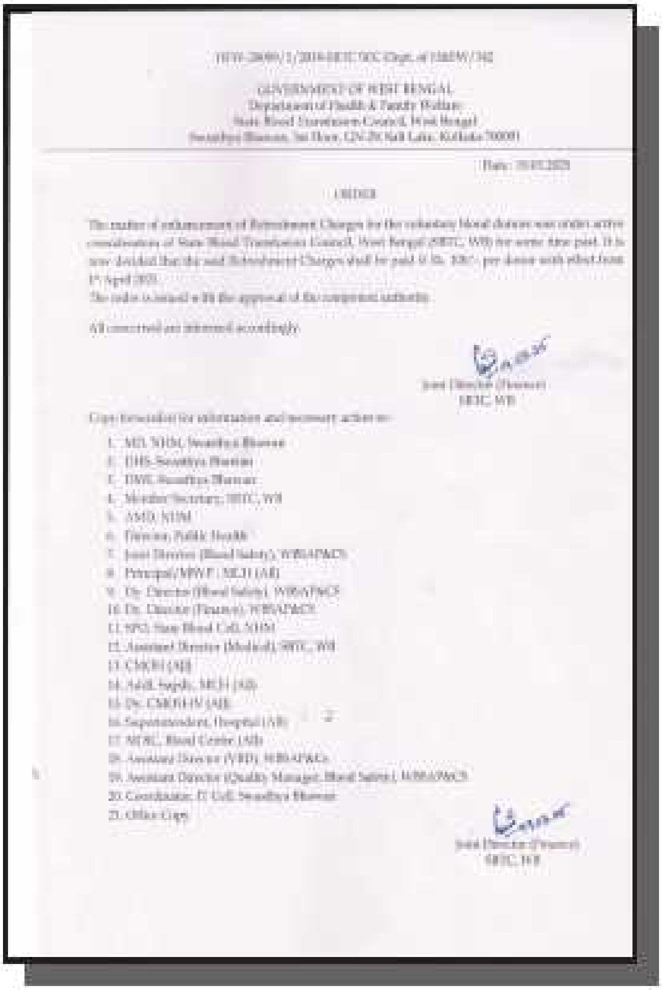

[illegible]

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Department of Health & Family Welfare
State Blood Transfusion Council, West Bengal
Swasthya Bhawan, [illegible] Salt Lake, Kolkata 700091

Date: [illegible]

ORDER

The matter of enhancement of Refreshment Charges for the voluntary blood donors was under active consideration of State Blood Transfusion Council, West Bengal (SBTC, WB) for some time past. It is now decided that the said Refreshment Charges shall be paid @ Rs. 100/- per donor with effect from 1st April 2025.

The order is issued with the approval of the competent authority.

All concerned are informed accordingly.

Joint Director (Finance)
SBTC, WB

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. MD, NHM, Swasthya Bhawan
2. DHS, Swasthya Bhawan
3. DME, Swasthya Bhawan
4. Member Secretary, SBTC, WB
5. AMD, NHM
6. Director, Public Health
7. Joint Director (Blood Safety), WBSAP&CS
8. Principal/MSVP, MCH (All)
9. Dy. Director (Blood Safety), WBSAP&CS
10. Dy. Director (Finance), WBSAP&CS
11. SPO, State Blood Cell, NHM
12. Assistant Director (Medical), SBTC, WB
13. CMOH (All)
14. Addl. Supdt., MCH (All)
15. Dy. CMOH-IV (All)
16. Superintendent, Hospital (All)
17. MOIC, Blood Centre (All)
18. Assistant Director (VBD), WBSAP&CS
19. Assistant Director (Quality Manager, Blood Safety), WBSAP&CS
20. Coordinator, IT Cell, Swasthya Bhawan
21. Office Copy

Joint Director (Finance)
SBTC, WB

ব্লাড ডোনার্স রিফ্রেশমেন্ট চার্জ বৃদ্ধির জন্য অভিনন্দন ....

আপামর রক্তদাতা বন্ধুদের এবং শিবির সংগঠকদের কাছে খুশীর খবর যে ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বহুদিনের একটি দাবি -ব্লাড ডোনার্স রিফ্রেশমেন্ট চার্জ জন প্রতি ৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি হয়ে ১০০টাকা করার বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করা গেছে। ইন্সটিটিউট অফ ব্লাড ট্রান্সফিউসান মেডিসিন ও ইমিউনো হেমাটোলজি (মানিকতলা কেন্দ্রীয় ব্লাড সেন্টারে) স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব আয়োজিত বার্ষিক রক্তদান শিবির উদ্বোধন করে ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস ডাঃ স্বপন সোরেন ঘোষণা করেন যে আগামী ১লা এপ্রিল ২০২৫ থেকে ব্লাড ডোনার্স রিফ্রেশমেন্ট চার্জ জন প্রতি ৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি ১০০টাকা করার সিদ্ধান্ত রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্ষৎ নিয়েছে। এই ঘোষণার সাথে সাযুয্য রেখে রক্ত সঞ্চালন বিভাগের জয়েন্ট ডাইরেক্টর ডাঃ অশ্বিনী কুমার মাজির স্বাক্ষরিত সার্কুলার জারি হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি ধারাবাহিকভাবে এই ব্লাড ডোনার্স রিফ্রেশমেন্ট চার্জ জন প্রতি ৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি ১০০টাকা করার জন্য ২০২৪ সাল থেকে প্রচেস্টা চালিয়ে গেছেন এবং সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে দাবী পুরণ হওয়ায় সকলকে অভিনন্দন।

সংগঠন সংবাদ......

১। রাজ্য রক্ত সঞ্চালন বিভাগের অধিকর্তার নিকট বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে স্মারকলিপি প্রদান

WEST BENGAL VOLUNTARY BLOOD DONORS' SOCIETY

WEST BENGAL VOLUNTARY BLOOD DONORS' SOCIETY

WEST BENGAL VOLUNTARY BLOOD DONORS' SOCIETY

WEST BENGAL VOLUNTARY BLOOD DONORS' SOCIETY

২। **শিক্ষামূলক ওয়েবিনার ঃ**

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে গত ১৭/৪ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮টা থেকে একটি শিক্ষামূলক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অরুণোদয় মন্ডল (পদ্মশ্রী) এবং ডাঃ কাজল কৃষ্ণ বণিক (জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ)।

বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস ঃ বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষে ৩০ শে মে থ্যালাসেমিয়া বিষয়ক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেছেন ডাঃ কাজল কৃষ্ণ বণিক। আলোচক ডাঃ শুভ্র শঙখ দত্ত প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে খুবই মনোগ্রাহী বক্তব্য রেখেছেন।

দুইটি শিক্ষা মূলক ওয়েবিনারই আসা যাওয়া মিলিয়ে ১৬০+ সংগঠক বন্ধু অংশ নিয়েছিলেন। বেশীরভাগটাই ছিল আমাদের নতুন মুখ। সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

৩। **'নিরাপদ রক্তের জন্য চাই জাতীয় রক্ত সঞ্চালন আইন' - এই দাবীতে রাজ্য কনভেনশন ঃ**

১৭ই মে ২০২৫ সালে দুপুর ২ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ইনস্টিটিউট অফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন মেডিসিন অ্যান্ড ইমিউনো হেমাটোলজি সেমিনার হল (সেন্ট্রাল ব্লাড সেন্টার), ২০৫, বিবেকানন্দ রোড, মানিকতলা, কলকাতা - ৭০০০০৬ তে 'আমরা চাই ব্লাড অ্যাক্ট' শীর্ষক রাজ্যস্তর সভা কাম কনভেনশন আয়োজন করেছিলাম কারণ আমরা ভারতে জাতীয় রক্ত সঞ্চালন আইন (এনবিটিএ) বাস্তবায়নের জন্য সর্বস্তরে উদ্যোগ নিয়েছি।

ভারতে একটি ডেডিকেটেড জাতীয় রক্ত সঞ্চালন আইনের অভাব রয়েছে, যা অননুমোদিত রক্ত সংগ্রহ, বাণিজ্যিক শোষণ, অনৈতিক অনুশীলন এবং নিরাপদ, স্বেচ্ছাসেবী এবং পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মানকৃত বিধিবিধানের অভাবের মতো বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের দিকে পরিচালিত করে।

ভারত ১০০% স্বেচ্ছাসেবী রক্তদানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরকারী দেশ হওয়া সত্ত্বেও, আইনী কাঠামোর অনুপস্থিতি স্বেচ্ছাসেবী রক্তদাতা এবং সংস্থাগুলিকে দুর্বল করে ফেলেছে, রক্ত সংগ্রহ, সঞ্চালন ও সংক্রমণ ব্যবস্থায় অপব্যবহারের বিরুদ্ধে কোনও আইনি উপায় নেই।

পাঞ্জাবে স্বেচ্ছা রক্তদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত রক্ত চড়া দামে রোগীদের কাছে কাছে বিক্রি করার বিরুদ্ধে ভাতিন্ডা অ্যাসোসিয়েশন অফ এনজিওএস 'দ্বারা একটি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। চণ্ডীগড় হাইকোর্টে একই কারণে ০২ টি পৃথক পি আই এল দায়ের করা হয়েছিল। হাইকোর্ট ২৩ শে মার্চ ২০১৭ তারিখের সুয়োমটো মামলা রুজু করেছিল। ৩০ শে সেপ্টেম্বর ২০২৪, প্রধান বিচারপতি শিল নাগু ও বিচারপতি অনিল ক্ষেত্রপালকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনটি নিষ্পত্তি করার সময় এই আদেশ দেন- ''কেন্দ্রীয় সরকারকে জাতীয় রক্ত সঞ্চালন আইন দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।''

আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে, একটি জাতীয় রক্ত সঞ্চালন আইন একটি নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করবে যা নিরাপদ এবং নৈতিক রক্ত সঞ্চালন অনুশীলনগুলি নিশ্চিত করবে, রক্তদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণ এবং অনৈতিক কাজকে নিষিদ্ধ করবে, বিশ্বব্যাপী সেরা অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১০০% স্বেচ্ছা রক্তদানের প্রচার করবে,রক্ত সংগ্রহ ও সংক্রমণ প্রতিহত করবে এবং যাবতীয় অপব্যবহারের বিরুদ্ধে দন্ডিত বিধানগুলি প্রয়োগ করবে। স্বেচ্ছাসেবীদের রক্তদানের উদ্যোগের জন্য জনসচেতনতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানে উৎসাহিত করবে।

আমরা আজকের সভা দিয়ে কাজটা শুরু করলাম। আগামীতে রাজ্য জুড়ে অনেকগুলি গণজমায়েত ও কনভেনশন আয়োজন করব। আমরা সমাজের সর্বস্তরের লোকদের সমথর্নের মাধ্যমে আমাদের দাবি বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, সমস্ত এমপি এবং রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সমর্থন চাইব।

আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জাতীয় রক্ত সংক্রমণ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দিকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাই।

৪। **বিশ্ব রক্তদাতা দিবসউদযাপন উপলক্ষে কর্মসূচীর একঝলক ঃ**

বিশ্ব রক্তদাতা দিবস যথাযথ মর্যাদা সহকারে পালন করার জন্য সংগঠনগতভাবে আমরা বাড়তি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। তার আগে আমরা রাজ্য কমিটির একটা মিটিং সংগঠিত করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে রাজ্যের সমস্ত জেলায় ঐদিন আমরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উদযাপনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে রক্তদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করবো।

বিগত বছরের মতো এবারেও এইদিনটি উদযাপনের জন্য আমাদের সংগঠনের আবেদনকে মান্যতা দিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ রাজ্যের সমস্ত ব্লাড সেন্টারে ২৫-৪৯ ও ৫০-৭৪ বার ও রাজ্য স্বাস্থ্য ভবনে ৭৫ ও ১০০ ও তদূর্ধ স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের সংবর্ধিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। আমরা এই মহতী উদ্যোগকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সব সেন্টারে একই দিনে করা যায়নি এখনো সেই কাজ এখনো চলছে। আমাদের সদস্য সংগঠক বন্ধুরা এই সকল অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন বা থাকছেন।

রাজ্যের সমস্ত জেলায় ঐ দিন সর্বনিম্ন ১টি থেকে সর্বোচ্চ ৫টি পর্যন্ত শিবির আমাদের সদস্য সংগঠনের পরিচালনায় সুসংগঠিত হয়েছে। অনেক জেলায় শিবির সংগঠিত করার সাথে সাথে সেমিনার, আলোচনা সভা, পথসভা,পদযাত্রা, বাইক / সাইকেল র‍্যালী সংগঠিত হয়েছে।

কলকাতা জেলার আমাদের অন্যতম সদস্য সংগঠন কফি হাউস সোস্যাল সার্ভিস এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে এই দিন 'শহীদ স্মরনে শহীদ মিনার এর ময়দানে' সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত রক্তদান শিবির সংগঠিত হয়।

পুর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট ব্লাড ডোনারস অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে রক্তের গ্রুপ আবিষ্কারক নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী ডাক্তার কার্ল ল্যান্ডস্টেইনারের জন্মদিনে গত বছর আমাদের রাজ্যে প্রথম তার আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল দাঁইহাটে। এই বছরও যথাযথ সম্মানের সহিত সেই আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান , পদযাত্রা ও রক্তদান শিবির সংগঠিত হয়েছে।

মেদিনীপুর জেলা ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স ফোরামের প্রতিটি ইউনিটের (২১ টি ব্লক কমিটি ও ৭ টি পুরসভা কমিটি) কর্মসূচির মধ্যে ছিল

১) মোটরসাইকেল ও ট্যাবলো সহকারে পথ র‍্যালী,
২) ডোর টু ডোর 'হর ঘর রক্তদাতা' র প্রচার
৩) বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে পথসভা
৪) হ্যান্ডবিল লিফলেট সহকারে প্রচার
৫) ব্যবসায়ী, হকার, ফুটপাত ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচার
৬) টোটোতে সারাদিন অলিগলি মাইকিং করে প্রচার

সংগঠনের আহ্বান ও আবেদনে সাড়া দিয়ে মেদিনীপুর পৌরসভার ২৫ টি ওয়ার্ড এর পুরপিতা/ পুরমাতার উদ্যোগে জুন মাসের ১ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন পরস্পর ভাবে শিবির সংগঠিত করার যে উদ্যোগ বিগত কয়েক বছর ধরে চলছে তা এই বছরও সংগঠিত হয়েছে। মেদিনীপুর জেলা ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স ফোরামের এই কাজ শুধু প্রশংসনীয় নয় অনুকরণীয় বলেই আমাদের সংগঠন মনে করে।

উত্তর চব্বিশ পরগনার দত্তপুকুর দীঘড়ায় প্রায় ১৫ কিমি বাইক র‍্যালির মাধ্যমে রক্তদানে সচেতনতা বাড়ালো 'ব্লাড মোটিভেশন উইংস'।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রেরণা ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স এন্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র আহবানে তপোবন সিটিতে পদযাত্রা ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫। "থ্যালাসেমিয়া"-প্রতিরোধে কর্মসূচী ঃ

থ্যালাসেমিয়া রোগের কে নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন এই রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পূর্বে অথবা সন্তান নেবার পূর্বে বাবা - মায়ের থ্যালাসেমিয়া টেষ্ট (বাহক কিনা) চিহ্নিত হওয়া। এই কাজ টা যাতে বেশি সংখ্যক মানুষের মধ্যে করতে পারা যায় সেই কাজটা গোটা রাজ্য জুড়েই আমাদের সংগঠনের সাথীরা অনবরত করে চলেছেন ।স্কুল/ কলেজের ছাত্র- ছাত্রী দের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতা শিবির গোটা রাজ্যের সব কটা জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পুর্ব বর্ধমান, জলপাইগুড়ি, মালদা, কলকাতা,উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা , দক্ষিণ দিনাজপুর, পুরুলিয়া জেলায় এই কাজ একদম ধারাবাহিক করা হচ্ছে।

সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাহক নির্ণয়ের জন্য রক্ত পরীক্ষা আমরা সরকারি থ্যালাসেমিয়া কন্ট্রোল ইউনিট গুলোর সহায়তায় করে চলেছি।তবে বর্তমানে সরকারী নিয়ম মোতাবেকে স্কুলে স্কুলে থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ণয় শিবির (এইচ. পি. এল. সি) বন্ধ থাকার জন্য আমাদের ব্যাপকভাবে কাজ করতে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্বে সরকারের কাছে সমস্যার বিষয় তুলে ধরেছি এবং ভবিষ্যতেও এ বিষয় টিকে সুস্থ সমাধান করার বিষয়ে আমরা সচেষ্ট থাকবো।

৬। "মিশন দেড় লক্ষ, ২০২৫"- আহ্বানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপের রূপরেখা ঃ

মালদা ও দুই দিনাজপুর ঃ গ্রীষ্মকালীন সময়ে রক্তদান শিবির বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মালদা জেলা দুই দিনাজপুরের আমাদের সদস্য ও অন্যান্য সংগঠক বন্ধুদের নিয়ে জেলা ভিত্তিক সভা করার প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয়।

সেই কাজ করার জন্য ২৭/২/২৫ তারিখে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে মালদা টাউনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮/২/২৫ তারিখ দুপুর ২টা চাঁচল ব্লাড সেন্টার কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন মাননীয় সম্পাদক কবি ঘোষ ও রাজ্য কমিটির সদস্য আশিস বাগ ও প্রণবেশ দাস মহাশয়। ব্লাড সেন্টারে স্থানীয় সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা আলোচনা সভা করা হয় জেলার রক্তদান শিবির বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে।

১/৩/২৫ তারিখ সকাল ১১টায় উত্তর দিনাজপুর এর রায়গঞ্জ শহরের আমাদের রাজ্য কমিটির সদস্য আকাশ বর্মনের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সম্পাদক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির করে ব্লাড সেন্টারের ভান্ডার পুরনের আবেদন করেন উপস্থিত সকল সদস্য ও বন্ধু সংগঠনের প্রতিনিধি দের কাছে।

১/৩/২৫ তারিখে সন্ধ্যা বেলা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রক্তদান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বালুরঘাটের পথের দিশা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের সঙ্গে বৈঠক করলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার সোসাইটির রাজ্য সম্পাদক কবি ঘোষ ও সোসাইটির উপদেষ্টা তথা রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক ডাঃ কাজলকৃষ্ণ বণিক। শনিবার রাতে সংস্থার নিজস্ব কক্ষে এদিন আলোচনায় রক্তদানের বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। এই আলোচনায় জেলার অনেক সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা ও উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং এর চাঁদমুনি সেবাশ্রমে লাইফ ডোনার্স ফ্যামিলি ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগণার স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে রক্তবন্ধু সম্মাননা বিষয়ক একটি জেলা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ৯/৩/২০২৫ তারিখ। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৭৯ জন প্রতিনিধি এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন কর্মশালায় প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ক্যানিং বিধানসভার বিধায়ক শ্রী পরেশ রাম দাস এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শ্রী প্রদ্যুৎ রায়। কর্মশালার প্রথম অধিবেশনে ১০০ শতাংশ স্বেচ্ছা রক্তদান নির্ভর পরিষেবা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে এই সম্পর্কিত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের রক্ত সঞ্চালন বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর ডাক্তার বিজয় প্রসাদ মুখার্জী। দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক ডাক্তার কাজল কৃষ্ণ বণিক। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের স্বেচ্ছা রক্তদান বিষয়ক সহকারী অধিকর্তা শ্রী স্বরজিত রায় পরিবর্তিত রক্তদাতা নয় রক্ত সংকট নির্বাচনে রক্তদান শিবির উপায় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের উপায় বিষয়ক বক্তব্য পেশ করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলানটারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক ডাক্তার পল্লব কুমার দে। রক্তদানের প্রচারে সংগঠনের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ক বক্তব্য রাখেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির আর এক যুগ্ম সম্পাদক রাজেশ পালিত। কর্মশালার শেষ পর্যায়ে রক্তদানের প্রসারে একটি বর্ণাঢ্য পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার সোসাইটির রাজ্য কমিটির সদস্য বিনয় ভগত ও রাজেশ পালিত।

হাওড়া ঃ ৬/৪/২৫ হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় রক্তকরবী-র আয়োজনে ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির সহযোগিতায় একটি কর্মশালা ও রক্তকরবী-র ৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনা করেন ডেপুটি সিএমওএইচ ডাঃ অনুপ হাজরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির সম্পাদক কবি ঘোষ, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অরুণ জাশু, রক্তকরবীর সম্পাদক শাশ্বত পাড়ুই। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য নেতৃত্ব অনন্ত চট্টোপাধ্যায়। আলোচনায় বিভিন্ন সমস্যা উঠে আসে। উলুবেড়িয়ায় কম্পোনেন্ট সেপারেটর চালু সহ রক্তদান শিবিরে থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিং এর দাবি ওঠে। উদয়নারায়ণপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ব্লাড সেন্টার তৈরী, হাওড়া জেলায় রক্তদাতাদের রিফ্রেশমেন্ট কস্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়রানির অভিযোগ ওঠে। উপস্থিত সমস্ত সংগঠনগুলির তরফে গ্রীষ্মকালীন সময়ে রক্তদান শিবির বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

হুগলী ঃ গ্রীষ্মকালীন সময়ে রক্তের সংকট নিরসনের লক্ষ্যে এবং সমগ্র হুগলি জেলা জুড়ে রক্তদানের প্রবাহকে আরো জোরদার করার আবেদন নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলানটারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি'র উদ্যোগে এবং হুগলি জেলার সামাজিক আন্দোলনের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১০ই এপ্রিল ২০২৫ থেকে সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত আরামবাগের প্রফুল্ল চন্দ্র সেন

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক মহতী কর্মশালা। উদ্বোধন করেন ডাক্তার বিজয় প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ডেপুটি ডাইরেক্টর ব্লাড সেফটি বিভাগ স্বাস্থ্য ভবন। প্রতিবেদন পেশ করেন ডাঃ পল্লব কুমার দে। বিভিন্ন অধিবেশনের আলোচক ছিলেন আরামবাগ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ রমাপ্রসাদ রায়, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ কাজল কৃষ্ণ বণিক, রাজ্য রক্তদান আন্দোলনের নেতৃত্ব কবি ঘোষ, বরিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ মনোজিত মুখার্জী। প্রতিবেদনের ওপর ১৬ জন আলোচনা করেছেন। সারাদেশ জুড়ে সাইকেল যাত্রা করে রক্তদানের প্রচার করেছেন জয়দেব রাউত তাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।২৩ জন মহিলা সহ মোট ১৪০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় পার্শ্ববর্তী জেলা হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও কলকাতা জেলা থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি ছিলেন। কর্মশালা থেকে রাজ্য সরকারের কাছে যে দাবিগুলি উত্থাপন করা হয়েছে -

১) দ্রুত আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ব্লাড কম্পনেন্ট সেপারেশন চালু করতে হবে।

২) সিঙ্গুর ট্রমা কেয়ার হাসপাতাল ও উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হসপিটালে ব্লাড কম্পনেন্ট সেপারেশন মেশিন যুক্ত নতুন ব্লাড সেন্টার গড়ে তুলতে হবে।

৩) আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ণয় পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করতে হবে।

৪) থ্যালাসেমিয়া রোগীরা যাতে নিজেদের ব্লক হাসপাতালে কম্পনেন্ট রক্ত পায় তার জন্য জেলার সবকটা ব্লাড স্টোরেজ ইউনিটগুলিকে সচল করতে হবে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলানটারী ব্লাড ডোনার সোসাইটি রাজ্য সম্পাদক কবি ঘোষ ও যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ পল্লব কুমার দে জানিয়েছেন যে সারা রাজ্য জুড়ে 'মিশন দেড়লক্ষ' ২০২৫ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। হুগলি জেলায় ২০২৪ সালে ৩১২টি শিবিরে ১৬৯১৫ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়েছে। এবছরের ৪০০ শিবির থেকে ২২ হাজার রক্ত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। হুগলি জেলার শতবার রক্তদান করেছেন এমন ৭ জনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। বিশিষ্ট সমাজকর্মী স্বপন বন্ধু স্বদেশ চোয়ান, প্রশান্ত দাস ও মঞ্জুশ্রী নন্দাকে নিয়ে গঠিত সভাপতি মণ্ডলী কর্মশালা পরিচালনা করেছেন।

পশ্চিম বর্ধমান ঃ দুর্গাপুর মহকুমা ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম ও দুর্গাপুর সাব ডিভিশনাল স্পোর্টস এন্ড কালচারাল ক্লাবস কোঅর্ডিনেশন সোসাইটি'র উদ্যোগে এবং পরিবেশ রক্ষার্থী সংগঠন আসার, অখিল ভারতীয় মারোয়াড়ী মহিলা সম্মেলন দুর্গাপুর মিড টাউন ইউনিট এবং দুর্গাপর পিউপিল অফ মাই লাইফ সোসাইটির সহযোহিতায় জতজয়ন্তী বর্ষে এবছর পা দিচ্ছে। সংগঠনের উদ্যোগে আজ সাগড়ভাঙ্গা হাইস্কুলে একটি মোটিভেটরস ট্রেনিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মশালার উদ্বোধন করেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির সভাপতি আইনজীবী আয়ুব আনসারি। কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেন আসানসোল ব্লাড সেন্টারের ইনচার্য ডাক্তার সঞ্জিত চ্যাটার্জি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির রাজ্য সম্পাদক কবি ঘোষ। কর্মশালায় ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবী অংশগ্রহণ করেছেন উপস্থিত ছিলেন সাগড়ভাঙ্গা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজীব চ্যাটার্জি, অখিল ভারতীয় মারোয়ারী মহিলা সম্মিলনীর সরিতা মেহেরো, দুর্গাপুর পিপুলস অফ মাই লাইফ সোসাইটির বিনোদ তেওয়ারি, বাবলু পাসয়ান, থ্যালাসেমিয়া আন্দোলনের গোপীরঞ্জন বসু। সামগ্রিক কর্মশালা পরিচালনা করেন দুর্গাপুর মহকুমা ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ পালিত।

পূর্ব বর্ধমান ঃ বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উদযাপন ও গ্রীষ্মকালীন সময়ে রক্তের সংকট নিরসনের লক্ষ্যে সমগ্র পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে রক্তদানের প্রবাহকে আরো জোরদার করার আবেদন নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলানটারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি'র উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমান জেলার সামাজিক আন্দোলনের প্রতিনিধিদের নিয়ে আজ ২২শে জুন ২০২৫ থেকে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বর্ধমান মিউনিসিপাল হাই স্কুল অডিটোরিয়ামে (রাজেন্দ্র ভবনে) অনুষ্ঠিত হয়েছে এক মহতী কর্মশালা।

উদ্বোধন করেন শ্রী স্বরজিত রায়- এসিট্যান্ট ডাইরেক্টর (ডি.বি.ডি) ব্লাড সেফটি বিভাগ স্বাস্থ্য ভবন।বিশেষ আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন বর্ধমান মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ মৌসুমী ব্যানার্জি। উভয়েই রক্ত সংকট নিরসনে ও থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধে আরো মানুষকে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন।

কর্মশালায় প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক ফজলুল হক। বিভিন্ন অধিবেশনের আলোচক ছিলেন রাজ্য রক্তদান আন্দোলনের নেতৃত্ব কবি ঘোষ, রাজেশ পালিত, ডাঃ পল্লব দে, স্বপন বন্ধু, মধুসূদন ঘটক, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ব্লাড সেন্টারের ইনচার্জ ডাঃ পার্থ প্রতিম মন্ডল।

প্রতিবেদনের ওপর ১৬ জন আলোচনা করেছেন। দ্রুত জাতীয় রক্ত সঞ্চালন আইন প্রণয়ন এর দাবীতে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।কর্মশালায় ৯জন মহিলা সহ মোট ৮২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলানটারী ব্লাড ডোনার

সোসাইটি'র (WBVBDS) রাজ্য সম্পাদক কবি ঘোষ ও পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক ফজলুল হক জানিয়েছেন যে WBVBDS সারা রাজ্য জুড়ে 'মিশন দেড়লক্ষ২০২৫' কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। জেলায় ২০২৫ সালে ২১০ শিবির থেকে ১৩ হাজার রক্ত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য বর্ধমান সদর এলাকার রক্তদাতা সংগঠনগুলিকে সুসংহত করতে ডাঃ সুবোধ ভট্টাচার্যকে সভাপতি, ডাঃ দেবব্রত রায় কার্যকরী সভাপতি ও উদয় রায়কে সম্পাদক সহ ২২ জনকে নিয়ে .' বর্ধমান সদর মহকুমা ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি' গঠন করা হয়েছে।

পূর্ব বর্ধমান জেলার শততম রক্তদাতা মহম্মদ আসরাফুদ্দীন বাবুকে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়েছে। বিশিষ্ট সমাজকর্মী জয়দেব দত্ত, শ্রুতি দেবী ও উদয় রায়কে নিয়ে গঠিত সভাপতি মণ্ডলী কর্মশালা পরিচালনা করেছেন।

উত্তরবঙ্গ ঃ বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উদযাপন, সম্প্রীতির আবেদন ও গ্রীষ্মকালীন সময়ে রক্তের সংকট নিরসনের লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের ৪টি জেলা- আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় রক্তদানের প্রবাহকে আরো জোরদার করার আবেদন নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলানটারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি'র উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের ৪টি জেলা- আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার সামাজিক আন্দোলনের প্রতিনিধিদের নিয়ে ২৯শে জুন ২০২৫ থেকে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২.৩০ মি পর্যন্ত জলপাইগুড়ি স্টুডেন্টস হেলথ হোম সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক মহতী কর্মশালা।

উদ্বোধন করেন ডাঃ হিমাদ্রী আড়ি - মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কোচবিহার। বিশেষ আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট প্যাথলজিস্ট ডাঃ অমিতাভ বসু, জলপাইগুড়ি গভ মেডিকেল কলেজের এসিস্ট্যান্ট সুপার ডাঃ গৌতম পাল এবং পদ্মশ্রী করিমুল হক। সকলেই রক্ত সংকট নিরসনে ও থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধে আরো মানুষকে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন।

কর্মশালায় প্রতিবেদন পেশ করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলানটারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি'র রাজ্য সম্পাদক কবি ঘোষ।বিভিন্ন অধিবেশনের আলোচক ছিলেন রাজ্য রক্তদান আন্দোলনের নেতৃত্ব রাজেশ পালিত, ডাঃ পান্থ দাশগুপ্ত, নুরুল হক, ফজলুল হক, তন্ময় সেনগুপ্ত, পম্পা চক্রবর্তী, রাজা বোস, রঞ্জিত মিশ্র, কাজল অধিকারী।

প্রতিবেদনের ওপর ৯ জন আলোচনা করেছেন।দ্রুত জাতীয় রক্ত সঞ্চালন আইন প্রণয়ন এর দাবীতে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। কর্মশালায় ১৬ জন মহিলা সহ মোট ৬৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় ৩জন শততম রক্তদাতা রঞ্জিত মিশ্র (১২০ বার), অমিতাভ চক্রবর্তী (১২৪ বার) ও দিলীপ শর্মা (১১৬বার) সম্মানিত করা হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলানটারী ব্লাড ডোনার সোসাইটি'র (WBVBDS) রাজ্য সম্পাদক কবি ঘোষ যে WBVBDS সারা রাজ্য জুড়ে 'মিশন দেড় লক্ষ ২০২৫' কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। উত্তরবঙ্গের ৪টি জেলা- আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় রক্তদান শিবির বৃদ্ধি করার জন্য প্রতিটি জেলায় রক্তদাতা শিবির সংগঠকদের নিয়ে কর্মশালা ও উদ্বুদ্ধকরয়ান করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা হয়েছে। কর্মশালা থেকে দাবি তোলা হয়েছে - ১) স্কুল কলেজে ব্যাপকভাবে থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার টেস্ট করার। ২) মেখলিগঞ্জ ও তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নতুন ব্লাড সেন্টার গঠন করার। ৩) জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার ব্লাড সেন্টার, কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা,আলিপুরদুয়ার জেলায় বীরপাড়া ও ফালাকাটা ব্লাড সেন্টারে ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট স্থাপন করার জন্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। ৪) রক্তদান শিবিরে সময় মতন মেডিকেল টিমকে পৌঁছাতে হবে। ৫)স্বেচ্ছা রক্তদানের কার্ডে রক্ত পাবার অসুবিধা দূর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিতে অনুরোধ।

পশ্চিম বর্ধমান ঃ রক্তদানের প্রসার ঘটাতে উদ্বুদ্ধকরণে নব নব উপায় খোজার লক্ষ্য নিয়ে আজ ২০শে জুলাই ২০২৫ সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দুর্গাপুর ইস্পাত নিবাস হলে অটো চালক বন্ধুদের সামাজিক সংগঠন আমাদের পরিবহন সংস্থা ও ভগিনী নিবেদিতা সোসাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র উদ্যোগে এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি'র সহযোগিতায় পশ্চিম বর্ধমান জেলাস্তর কর্মশালা ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বর্ণাঢ্য কর্মশালার উদ্বোধন করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি'র রাজ্য সম্পাদক কবি ঘোষ। স্বাগত ভাষণ দেন ভগিনী নিবেদিতা সোসাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র সম্পাদিকা সুস্মিতা চৌধুরী । প্রতিবেদন উত্থাপন করেন আমাদের পরিবহন সংস্থার সম্পাদক সুব্রত সিংহ ।শোক প্রস্তাব পাঠ করেন গীতা ধীবর।

কর্মশালার আলোচক ছিলেন মিশন হাসপাতাল ব্লাড সেন্টারের ইনচার্জ ডাঃ পৃথ্বী রাজ ও রক্তদান আন্দোলনের নেতৃত্ব রাজেশ পালিত, সুজন চক্রবর্তী, আয়ুব আনসারী, ফজলুল হক, তুষার মুখার্জি, অসীম সরকার, জয়দীপ মুখার্জি ও শর্মিলা ঘোষ। সভা পরিচালনা করেন সুব্রত সিংহ ও রাজেশ পালিত।

সকাল ৮টায় তিলক ময়দান থেকে ইস্পাত নিবাস পর্যন্ত রক্তদান জীবনদান শীর্ষক বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫০টি বাইক ও অটোরিক্সা সামিল হয়েছিল।

‘আপনি আচরি ধর্ম, অপরে শিখাও’.....

১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ কলকাতার মানিকতলা সেন্ট্রাল ব্লাড সেন্টারে জীবনের ১০০ তম রক্তদান করলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি'র রাজ্য কমিটির সদস্য স্বদেশ চোয়ান। নিম্ন দামোদর উপত্যকার খানাকুল ব্লকের একদম শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটা গ্রাম ঠাকুরানীচক। মেদিনীপুর লাগোয়া গ্রাম। যে প্রতি বছর বন্যার জলে প্লাবিত হয়। শহরের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক চিন্তা শক্তি থেকে অনেক দূরে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও সামাজিক শিক্ষায় সর্বোচ্চ গন্ডি পাস করেছেন বহু দিন আগে। হসপিটাল অসুস্থ রোগিকে চিকিৎসা করতে নিয়ে যাওয়া নেশা, হ্যাঁ নেশা। সেই থেকেই রুগির জন্য রক্ত লাগলে ব্লাড সেন্টারে গিয়ে শুয়ে পড়া, আর প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে ক্লাব সংগঠন দের রক্তদান শিবির সংঘঠিত করার জন্য মোটিভেশন করা। বছরে ২৫/৩০ টা শিবির সংগঠিত করে থাকেন এই এলাকায়। কিন্তু Charity begins from Home. তার এই মহান কাজে সব সময় পাশে থাকেন পুরো পরিবার। না শুধু মানসিক ভাবে নয় নিজেরাও শারীরিক ভাবে রক্তদান করেন নিয়মিত। পুরো পরিবার রক্তদানের সুপার রয়্যাল পরিবার। তাই এই বিশেষ দিনে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে তার পরিবারের সদস্যারাও রক্তদান করলেন - কল্পনা চোয়ান (স্ত্রী), প্রণয় চোয়ান (পুত্র), ভোলানাথ চোয়ান (ভাই), অমৃতা চোয়ান (ভাতৃবধূ), লালু চুয়ান(ভাই), পবন চোয়ান (ভাইপো), শান্তি চোয়ান (ভাই) সহ মোট ২০জন।

এই মহতী রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ স্বপন সোরেন - ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস পঃবঙ্গ, ডাঃ অভিজিৎ মণ্ডল- এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর মেডিকেল, কবি ঘোষ - সাধারণ সম্পাদক, ডাঃ পল্লব দে-যুগ্ম সম্পাদক ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। ব্লাড সেন্টারের কনফারেন্স হলে স্বদেশ চোয়ানকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে ডাঃ স্বপন সোরেন ও ডাঃ অভিজিৎ মণ্ডল বলেন যে পুরো পরিবার একত্রে রক্তদান এক অনন্য নজির। এই ঘটনা সারা রাজ্যে প্রচার করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি'র পক্ষ থেকে গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকট নিরসনে পাড়ায় পাড়ায় রক্তদান শিবির করার আবেদন জানিয়ে সুদৃশ্য পোস্টারের উদ্বোধন করেন ডাঃ স্বপন সোরেন - ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস পঃ বঙ্গ। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি'র সাধারণ সম্পাদক কবি ঘোষ সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য এই সময়ের মধ্যে সংগঠনের সদস্য সংগঠন হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুরে শিবানীপুর সিদ্ধেশ্বরী যুব সংঘের অন্যতম সদস্য উদয়নারায়ণপুর নিবাসী সুনিল বেরা মহাশয়ও ওনার ১০০ তম রক্তদান সম্পূর্ণ করেন ৯ ই ফেব্রুয়ারী ২০২৫। নিম্ন দামোদর উপত্যকায় এই দুই জন শততম রক্তদাতা রাজ্যের রক্তদান আন্দোলনের মুকুটে আরও দুটি নতুন পালক যুক্ত করেন। ধন্যবাদ দুই জনকেই। শুধু একটাই বার্তা -‘আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও।’

CERTIFICATE
OF APPRECIATION
INDIA BLOOD DONATION NGO CONCLAVE - 2024
This is to certify that
WEST BENGAL VOLUNTARY BLOOD DONORS SOCIETY

আমাদের সংগঠন এখন ভারত সরকারের স্বীকৃত

কত বছর বয়স পর্যন্ত মহিলারা সন্তান নিতে পারেন?

স্বপন কুমার বন্ধু
বিশিষ্ট সমাজসেবী

স্বাভাবিক গর্ভধারণের কথা যদি ধরা যায়, 'তাহলে মেনোপজ না হওয়া পর্যন্ত কোন মহিলা বাচ্চার জন্ম দিতে পারেন। ভারতের প্রেক্ষিতে বয়সটা পঞ্চাশের আশেপাশে। তবে ঋতুবন্ধ বা মেনোপজ হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান-প্রযুক্তির হাত ধরে মহিলারা মা হচ্ছেন।

কিছুদিন আগে বিয়ের পাঁচ দশক পরে অমৃতসরের বাসিন্দা ৭০ বছর বয়সী দলজিন্দর কাউর একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। নবজাতকটির বাবার নাম মহিন্দর সিং গিল, বয়স ৭৯ বছর। যতদূর জানা গেছে, এটাই আপাতত বেশি বয়সে মা হওয়ার বিশ্বরেকর্ড। বাচ্চাটির নাম রাখা হয়েছে আরমান। ন্যাশনাল ফার্টিলিটি অ্যান্ড টেস্ট টিউব বেবি সেন্টার নামে যে প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা করিয়ে দলজিন্দর মাতৃত্বের আস্বাদ পেয়েছেন, সেই ক্লিনিকটি অবশ্য দলজিন্দরের বয়স ৭২ বছরের কম বলে মানতে রাজি নয়। কারণ তাঁর কোনও জন্মের শংসাপত্র নেই। উল্লেখ্য দলজিন্দর এই ক্লিনিকে টানা ২ বছর চিকিৎসা করিয়েছিলেন।

২০০৬ সালে রাজো দেবী বলে অপর একজন মহিলাও ৭০ বছর বয়সে ওই একই ক্লিনিকে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। দলজিন্দরের বয়স যদি ৭২ বছর বা ৭০ বছরের বেশি ধরা হয়, তাহলে রাজো দেবীকে ছাপিয়ে গিয়ে তিনিই বেশি বয়সে মা হওয়ার রেকর্ডটি করেছেন।

শিশুপুত্র আরমান'কে কোলে নিয়ে তাঁদের অমৃতসরের বাড়িতে দলজিন্দর কাউর ও মহিন্দর সিং গিল।
কৃতজ্ঞতা - ছবির জন্য গুগল।

জন্ম একবার কিন্তু কবর দুইবার

১৬৯৫ সালে এক ধরণের বিরল জ্বরে মারা যাওয়ার পর আইরিশ মহিলা 'মার্গারি ম্যাককল' কে দ্রুত সমাহিত করা হয়, যাতে তাঁর শরীরের মাধ্যমে মহামারী ছড়িয়ে না পড়ে। দাম্পত্য জীবনে তাঁর স্বামী তাঁকে একটি মহামূল্যবান ডায়মন্ড আংটি উপহার দিয়েছিলেন, ভালবাসার নিদর্শন হিসাবে। কিন্তু মৃত্যুর পরেও আংটি খুলে নেওয়া সম্ভব হয়নি, রোগ সংক্রমণ এবং মার্গারির শরীর ফুলে যাওয়ার জন্য।

মার্গারি'কে কবর দিয়ে চলে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে এক চোর তাঁর কবরে উপস্থিত হলো, আংটি চুরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে। কবরের মাটি সরিয়ে মার্গারি'র হাতের আংটি খুলে নেওয়ার চেষ্টা করে চোর। কিন্তু বহু চেষ্টা করার পরেও আংটি খুলতে না পেরে মার্গারির আংটি সহ আঙুল কেটে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় চোর। আঙুল কাটার সঙ্গে সঙ্গে মার্গারি প্রচন্ড চিৎকার করে কবরের ভিতরে দাঁড়িয়ে পড়েন। চোরের আর কোন খবর পাওয়া যায় নি। অনেকেই মনে করেন ভয়েতে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আবার কারো কারো মতে, চোর আঙুল সহ আংটি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

কবর থেকে ধীরে ধীরে বাড়ির পথে রওনা দিলেন মার্গারি। বাড়িতে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তে থাকেন। মার্গারির স্বামী ছিলেন একজন ডাক্তার। একমাত্র সন্তানকে নিয়ে শোকে পাথর হয়ে বাড়িতে বসে রয়েছেন। কড়া নাড়ার ধরণ শুনে সন্তানকে বলেন 'তোমার মা ঠিক এইভাবেই কড়া নাড়তেন'। দরজা খুলেই স্বামী দেখেন সামনে কাফন পরিহিতা মার্গারি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মার্গারি জীবিত, তাঁর হাতের কাটা আঙুল থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরে চলেছে। স্বামী এই ঘটনা দেখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তৎক্ষনাৎ মেঝেতে পড়ে গেলেন এবং ঘটনাস্থলেই তিনি মারা গেলেন।

এর পরেও মার্গারি বহুদিন জীবিত ছিলেন। তিনি আবার বিবাহ করেন এবং বেশ কয়েকজন সন্তানের জন্ম দেন। তার অনেক বছর পর মার্গারি সত্যি সত্যিই মারা গেলেন। তাঁকে দ্বিতীয়বার আয়ারল্যান্ডের 'শেঙ্কেল' কবরস্থানে সমাহিত করা হয়, যেখানে তাঁর সমাধি এখনো রয়েছে। তাঁর কবরের উপর একটি পাথরে খোদাই করে লেখা রয়েছে-

" Lived Once - Buried Twice".

গণমাধ্যমের আয়নায় সংগঠনের খণ্ডচিত্র................

কনভেনশনে বললেন বক্তারা

কালোবাজারি রুখতে রক্তদান সম্পর্কিত আইন অত্যন্ত জরুরি

বিন্দু-বিন্দু রক্ত দিয়ে বাঁচাবো লক্ষ প্রাণ.....
শীর্ষক রাজ্য সম্মেলন সম্পন্ন

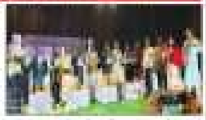

4 north Bengal districts mark blood donor day

OUR CORRESPONDENT

Members of the West Bengal Voluntary Blood Donors Society at the workshop in Jalpaiguri on Sunday

Jalpaiguri: Representatives of the West Bengal Voluntary Blood Donors' Society (WB-VBDS) from the four north Bengal districts of Alipurduar, Cooch Behar, Jalpaiguri and Darjeeling came together on Sunday to observe World Blood Donor Day with a regional workshop.

The event was held at the meeting hall of the Jalpaiguri Students' Health Home.

The workshop was inaugurated by Cooch Behar chief medical officer (health) Himadri Adi, eminent pathologist Amitabh Basu, Jalpaiguri Government Medical College assistant superintendent Gautam Paul and Padma Shri awardee Karimul Haque.

In their addresses, all the guests urged people at large to come forward and donate blood regularly to address the ongoing crisis and help prevent thalassaemia.

A key resolution passed during the workshop was a call for the enactment of a National Blood Transfusion Law, to bring more structure and legal backing to the country's blood donation and transfusion ecosystem.

The workshop saw the participation of 67 representatives, including 16 women.

As part of the event, three veteran blood donors, Ranjit Mishra with 126 donations, Amitabh Chakraborty with 124 donations, and Dilip Sharma with 118 donations were honoured for their contributions to the cause.

During the workshop, several important demands were raised such as mass scale thalassaemia carrier screenings in schools and colleges, establishment of new blood centres in Mekhliganj and Tufanganj subdivision hospitals and installation of blood component separation units at the Malbazar blood centre in Jalpaiguri as well as similar centres at Mathabhanga and Dinhata in Cooch Behar district and Birpara and Falakata in Alipurduar district.

রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে বিশেষ সম্মান

ক্যানিং

বিরল 'বম্বে' গ্রুপের রক্ত জুড়ল ওঁদের

রক্তদানের আলোচনা

রক্তদান শিবির

বালুরঘাট, ১৪ জুলাই

রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে সংগঠনের সপ্তম বর্ষপূর্তি উদযাপন করল বালুরঘাটের পথের দিশা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। রবিবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারে আয়োজিত শিবিরে ১৭ জন রক্তদান করেন। সহযোগিতায় ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি। বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বেশ কয়েকদিন ধরে তারা বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বস্ত্র বিতরণ, থ্যালাসেমিয়া শনাক্তকরণ শিবির করছে। অন্যদিকে, চাহিদা অনুযায়ী রক্তের জোগান স্বাভাবিক রাখতে কাটালপাড়ায় নবীন কার্যালয়ে শিবির করল তরুণ যুব ও যুবসংঘ ক্লাব পরিবার। এদিন সেখানে মোট রক্তদাতা ছিলেন ৩১ জন। সহযোগিতায় ছিল দক্ষিণ দিনাজপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম।

স্বেচ্ছা রক্তদাতা সমিতির রাজ্য সম্মেলন সমাপ্ত

রক্তদানে সেঞ্চুরি খানাকুলের বাসিন্দা স্বদেশ চোয়ানের

রক্তদানের অঙ্গীকার এবং আলোচনা সভা

এই সময়

WEST BENGAL VOLUNTARY BLOOD DONOR'S SOCIETY HOLDS 3-DAY STATE-LEVEL CONFERENCE IN BOLPUR

Call for standardised and uniform blood donation law

A rally on the occasion of the state conference of the West Bengal Voluntary Blood Donors' Society in Bolpur on Saturday

Participants at the inaugural ceremony of the state conference of the West Bengal Voluntary Blood Donors' Society in Bolpur on Saturday